104: সাধারণ ব্যাংকিং আইন এবং অনুশীলন

(LPGB)
For JAIBB

First Edition: September 2023
Second Edition: March 2024
Third Edition: June 2024
Fourth Edition: January 2025
Fifth Edition: June 2025
Sixth Edition: January 2026
Seventh Edition: July 2026

This book is the result of the author's hard work and is protected by copyright. Any copying or sharing without permission is strictly prohibited by copyright law.

Edited By:

Mohammad Samir Uddin, CFA
Former Principal Officer of EXIM Bank Limited
CFA Chartered from CFA Institute, U.S.A.
BBA, MBA (Major in finance) From Dhaka University
Qualified in Banking Diploma and Islami Banking Diploma
Course instructor: 10 Minute School of 96th BPE
Founder: MetaMentor Center

Price: 350Tk.
For Order:
www.metamentorcenter.com
WhatsApp: 01310-474402

MetaMentor Center

Metamentor Center
Unlock Your Potential Here.

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	*পার্ট-১:*	পৃষ্ঠা নং
১	মডিউল-এ: আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্কিত আইন	৪-২৮
২	মডিউল-বি: আর্থিক উপকরণ সম্পর্কিত আইন	২৯-৩০
৩	মডিউল-সি: আর্থিক কার্যক্রম সম্পর্কিত আইন	৩১-৩৭
৪	মডিউল-ডি: ব্যবসা-সম্পর্কিত আইন	৩৮-৫৭
৫	মডিউল-ই: তথ্য এবং তথ্য-সম্পর্কিত আইন	৫৮-৫৯
৬	মডিউল-এফ: সাধারণ আইন	৬০
	পার্ট-২:	
৭	মডিউল-এ: ব্যাংকিং ব্যবসার ওভারভিউ	৬১-৬৭
৮	মডিউল-বি: আমানত হিসাব ও তার পরিচালনা	৬৮-৮৪
৯	মডিউল-সি: নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্টস অ্যাক্ট ১৮৮১	৮৫-১০০
১০	মডিউল-ডি: সাধারণ ব্যাংকিং	১০১-১১২
১১	মডিউল-ই: অর্থ ব্যবস্থাপনা	১১৩-১১৬
১২	মডিউল-এফ: অন্যান্য সাধারণ ব্যাংকিং কার্যক্রম	১১৭-১৪৫
	বিগত বছরের প্রশ্ন	১৪৬-১৫০

Suggestion:

- **Read 4 star and 5 star marked chapter if you have time shortage to read all chapter.**
- **Must read short notes and difference from all chapter.**
- **MetaMentor Center suggest to read whole note to find 100% common in exam. We cover everything in our note.**

Important	**Details**	**Number of Question common in previous years**
*****	মডিউল-এ: আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্কিত আইন	**19**
*	মডিউল-বি: আর্থিক লিখিত দলিল সম্পর্কিত আইন	**2**
****	মডিউল-সি: আর্থিক কার্যক্রম সম্পর্কিত আইন	**10**
*****	মডিউল-ডি: ব্যবসা-সম্পর্কিত আইন	**21**
*	মডিউল-ই: তথ্য এবং তথ্য-সম্পর্কিত আইন	**3**
*	মডিউল-এফ:সাধারণ আইন	**1**
	পার্ট ২:	
****	মডিউল-এ: ব্যাংকিং ব্যবসার ওভারভিউ	**10**
*****	মডিউল-বি: আমানত হিসাব ও তার পরিচালনা	**17**
*****	মডিউল-সি: নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্টস অ্যাক্ট ১৮৮১	**13**
***	মডিউল-ডি: সাধারণ ব্যাংকিং	**14**
*	মডিউল-ই: অর্থ ব্যবস্থাপনা	**1**
*	মডিউল-এফ: অন্যান্য সাধারণ ব্যাংকিং কার্যক্রম	**3**
*****All short note and difference from all chapter and end of note *****		

MetaMentor Center

সিলেবাস

পার্ট- ১

মডিউল-A: আর্থিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত আইনসমূহ: বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২; ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১; আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩; অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩।

মডিউল-B: আর্থিক দলিল সম্পর্কিত আইনসমূহ: দাবিযোগ্য দলিল আইন, ১৮৮১; নোট ফেরত বিধিমালা, ২০১২

মডিউল-C: আর্থিক কার্যক্রম সম্পর্কিত আইনসমূহ: বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৪৭; অর্থপাচার প্রতিরোধ আইন, ২০১২; সন্ত্রাসবিরোধী আইন, ২০০৯।

মডিউল-D: ব্যবসা সম্পর্কিত আইনসমূহ: কোম্পানি আইন, ১৯৯৪; চুক্তি আইন, ১৮৭২; সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২; সীমাবদ্ধতা আইন, ১৯০৮; দেউলিয়া আইন, ১৯৯৭; শুল্ক আইন, ১৯৬৯; স্ট্যাম্প আইন, ১৮৯৯; অংশীদারিত্ব আইন, ১৯৩২; রেজিস্ট্রেশন আইন, ১৯০৮।

মডিউল-E: তথ্য ও ডেটা সম্পর্কিত আইনসমূহ: ব্যাংকারস বুকস প্রমাণ আইন, ১৮৯১; তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬; ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮; তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯।

মডিউল-F: সাধারণ আইনসমূহ: বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫; পাওয়ার অব অ্যাটর্নি আইন, ২০১২; ব্যাংক আমানত বীমা আইন, ২০০০।

পার্ট-২

মডিউল-A: ওভারভিউ: ব্যাংক, ব্যাংকের প্রকারভেদ, ব্যাংকের কার্যাবলি, সাধারণ ব্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রসমূহ, গ্রাহক ও গ্রাহকের সাথে সম্পর্ক, ব্যাংক ও গ্রাহকের অধিকার ও দায়িত্ব, গ্রাহক গ্রহণ নীতিমালা ও চার্জের তালিকা অনুযায়ী সেবা প্রদান।

মডিউল-B: আমানত হিসাব ও পরিচালনা: গ্রাহক ও UCIC (ইউনিক গ্রাহক শনাক্তকরণ কোড), KYC, e-KYC, CDD, EDD, Ps/IPs, প্রকৃত মালিক, আমানত হিসাবের ধরন, হিসাব খোলার প্রক্রিয়া ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, পরিচিতি, ধন্যবাদপত্র, নিষিদ্ধতা যাচাই, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে হিসাব খোলা, চেকবই ইস্যু।

মডিউল-C: নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট আইন, ১৮৮১: দাবিযোগ্য দলিল, প্রতিশ্রুতিপত্র, বিল অব এক্সচেঞ্জ, চেক, ড্রয়ার ও ড্রয়ি, পাওনাদার, হোল্ডার, প্রকৃত হোল্ডার, সঠিক পেমেন্ট, অভ্যন্তরীণ দলিল, বৈদেশিক দলিল, স্থানান্তর, অনুমোদন, অনুমোদনের প্রভাব, অর্ডারে প্রদেয় চেক, অনুমোদনের প্রভাব, ব্যাংকারের ক্ষমতার বিলুপ্তি, চেকের ক্রসিং ও তার প্রভাব, সংগ্রহকারী ব্যাংকের দায়িত্ব।

মডিউল-D: সাধারণ ব্যাংকিং: ডেবিট কার্ড, ইন্টারনেট ব্যাংকিং, হিসাব স্থানান্তর, স্থায়ী নির্দেশনা, বন্ধ ও হারানো পেমেন্ট নির্দেশনা ও তার প্রত্যাহার, নিষ্ক্রিয় হিসাব ও পুনরুজ্জীবন, অনাবশ্যক আমানত, হিসাব বন্ধ, অপ্রাপ্তবয়স্ক, শিক্ষার্থী, অসুস্থ/প্রতিবন্ধী হিসাব, প্রবাসী ও নাবাসিক হিসাব, অর্থ জমা/উত্তোলন/স্থানান্তরের হিসাব এন্ট্রি, ফি ও কমিশন, আমানত/ঋণ হিসাবে সুদের হিসাব, আমানত নগদায়ন, ট্যাক্স ও আবগারি শুল্ক, পেমেন্ট অর্ডার ও ডিমান্ড ড্রাফট ইস্যু ও পেমেন্ট, টেলিগ্রাফিক ট্রান্সফার, বাতিল ও নকল ইস্যু, BACH পরিচালনা, BEFTN, NPSB ও RTGS।

MetaMentor Center

মডিউল-E: নগদ ব্যবস্থাপনা: চাহিদা ও মেয়াদি দায় (DTL), CRR হিসাব ও সংরক্ষণ, বাংলাদেশ ব্যাংক ও অন্যান্য ব্যাংকের সাথে ক্লিয়ারিং হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ, ভল্ট সীমা ও ট্রানজিট সীমা ব্যবস্থাপনা, বীমা কাভারেজ, ভল্ট, কাউন্টার, এটিএমে নগদ ব্যবস্থাপনা, ছেঁড়া/মলিন/জাল নোট ব্যবস্থাপনা, প্রাইজ বন্ড ক্রয়-বিক্রয়, সুরক্ষিত স্টেশনারি, স্ট্যাম্প, নিরাপদ রেজিস্টার ব্যবস্থাপনা, লকার ও সুরক্ষা রক্ষণাবেক্ষণ, IBC ও OBC সংগ্রহ বিল, ই-চালান, এ-চালান, ই-জিপি, বৈদেশিক রেমিট্যান্স পেমেন্ট।

মডিউল-F: অন্যান্য সাধারণ ব্যাংকিং: প্রতিদিনের কার্যক্রমের পরীক্ষা, DCFCL, রেকর্ড, কাগজপত্র ও ভাউচার সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা, দৈনিক বিবরণী পরীক্ষা, আয় ও ব্যয়ের বিবরণী পরীক্ষা, জেনারেল লেজারের সব হিসাব সমন্বয়।

পার্ট -১: মডিউল-এ

আর্থিক প্রতিষ্ঠান-সম্পর্কিত আইন বাংলাদেশ

ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২

প্রশ্ন-০১: কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান কার্যাবলী সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

অথবা, বাংলাদেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থার তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের ভূমিকা আলোচনা করুন। BPE-99th.BPE-7th.

অথবা, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলী আলোচনা করুন।

অথবা, বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান কার্যাবলী উল্লেখ করুন।

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যাবলী হলো:

১. **আর্থিক নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন:** অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য আর্থিক নীতি তৈরি ও প্রয়োগ করা বাংলাদেশের **কেন্দ্রীয়** ব্যাংক এর মূল কাজ।
২. **বৈদেশিক মুদ্রা নীতি পরিচালনা:** বৈদেশিক মুদ্রার বাজারে হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে স্থিতিশীলতা বজায় রাখা **কেন্দ্রীয়** ব্যাংকের অন্যতম প্রধান কাজ।
৩. **সরকারকে পরামর্শ প্রদান:** মৌলিক আর্থিক নীতি, রাজস্ব নীতি এবং বিনিময় হার নীতি নিয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান করা এর মূল কাজ।
৪. **বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ব্যবস্থাপনা:** বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সংরক্ষণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা এর প্রধান কাজ।
৫. **পেমেন্ট সিস্টেম উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ:** একটি নিরাপদ, কার্যকর এবং সহজ পেমেন্ট সিস্টেম নিশ্চিত করা এবং ব্যাংক নোট ইস্যু করা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অন্যতম প্রধান কাজ।
৬. **আর্থিক প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধান:** ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ ও পর্যবেক্ষণ করা, যাতে আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকে এবং তা সংশ্লিষ্ট সকল কাজ কেন্দ্রীয় ব্যাংক করে থাকে।

এই কার্যাবলীর মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক অর্থনীতির সঠিক পরিচালনা নিশ্চিত করে এবং একটি স্থিতিশীল আর্থিক ব্যবস্থা গড়ে তোলে।

প্রশ্ন-২ পরিচালনা পর্ষদ গঠন পদ্ধতি ব্যাখ্যা করুন। পরিচালনা পর্ষদের ম্যান্ডেট আলোচনা করুন।

বাংলাদেশ ব্যাংকের আদেশ, ১৯৭২ অনুযায়ী পরিচালনা পর্ষদ গঠিত হবে: -

১. এক জন গভর্নর।
২. ব্যাংক কর্তৃক মনোনীত একজন ডেপুটি গভর্নর।
৩. চারজন পরিচালক: যারা সরকারের মতে, ব্যাংকিং, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প বা কৃষি ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা এবং সক্ষমতা দেখিয়েছেন এমন এবং তারা সরকারি কর্মকর্তা হবেন না।
৪. সরকার কর্তৃক মনোনীত তিনজন সরকারি কর্মকর্তা।

পরিচালনা পর্ষদের আদেশ:

বাংলাদেশ ব্যাংকের আদেশ, ১৯৭২ অনুযায়ী

১. পরিচালনা পর্ষদের ম্যান্ডেট হল মুদ্রানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, ব্যাংকিং ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি নিয়ন্ত্রণ করা, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ পরিচালনা করা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের প্রচার করা এবং আমানতকারী ও বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষা করা।
২. পরিচালনা পর্ষদের নির্দেশাবলী এবং নির্দেশিকা জারি করা, লাইসেন্স এবং অনুমোদন প্রদান, পরিদর্শন এবং নিরীক্ষা পরিচালনা, জরিমানা এবং নিষেধাজ্ঞা আরোপ এবং আর্থিক ব্যবস্থার সুস্থতা ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার জন্য অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা রয়েছে।

প্রশ্ন-০৩: বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ অনুযায়ী সমন্বয় পরিষদের কাঠামো কী?

সমন্বয় পরিষদের সদস্যরা হলেন:

MetaMentor Center

- অর্থমন্ত্রী (চেয়ারম্যান)
- বাণিজ্যমন্ত্রী (সদস্য)
- গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক (সদস্য)
- সচিব, অর্থ বিভাগ (সদস্য)
- সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ (সদস্য)
- পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য (প্রোগ্রামিং) (সদস্য)

এই সদস্যদের সমন্বয়ে সমন্বয় পরিষদ গঠিত হয়।

প্রশ্ন-০৪: বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ অনুযায়ী সমন্বয় পরিষদের প্রধান কার্যাবলী কী?
অথবা, বাংলাদেশ ব্যাংক আদেশ, ১৯৭২ এর ধারা ৯ মোতাবেক বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের গঠন এবং কার্যাবলি বর্ণনা করুন। BPE-7th.

সমন্বয় পরিষদের প্রধান কার্যাবলী হলো:

১. **দেশের সামগ্রিক অর্থনীতি ঠিক রাখা:** রাজস্ব, আর্থিক এবং বিনিময় হার নীতি ও কৌশলগুলোর মধ্যে সমন্বয় নিশ্চিত করা।
২. **সমন্বয় রক্ষা করা:** অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি এবং বৈদেশিক খাতের লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখা।
৩. **বাজেট প্রণয়ন:** বাজেট চূড়ান্ত করার আগে সভা করে সরকারি খাতের ঋণ গ্রহণ এবং বেসরকারি খাতের ঋণ চাহিদা নির্ধারণ করা।
৪. **ত্রৈমাসিক পর্যালোচনা:** প্রতি ত্রৈমাসিকে বৈঠক করে ম্যাক্রোইকোনমিক নীতিমালা পর্যালোচনা এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে সীমা ও লক্ষ্যমাত্রা সংশোধন করা।
৫. **সরকারি ঋণের সীমা নির্ধারণ:** বছরের বাজেট ঘোষণার আগে এবং পরে সরকারি ঋণের সীমা মূল্যায়ন এবং সমন্বয় করা। এই কার্যাবলী অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য আর্থিক ও রাজস্ব নীতির কার্যকর সমন্বয় নিশ্চিত করে।

প্রশ্ন-০৫: বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২-এর আইন হিসেবে অবস্থান ব্যাখ্যা করুন। BPE-98th.

- **বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২** বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা, কার্যক্রম এবং কার্যাবলী পরিচালনার জন্য মূল আইন হিসেবে কাজ করে। এটি ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরপরই সরকারের মাধ্যমে প্রচলিত হয়, যা দেশের আর্থিক ও মুদ্রাবিষয়ক কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রণীত হয়।
- আইন হিসেবে, বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ গুরুত্বপূর্ণ আইনি ক্ষমতা ধারণ করে এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যক্রমের জন্য ভিত্তিমূলক কাঠামো প্রদান করে। এতে ব্যাংকের লক্ষ্য, ক্ষমতা এবং কার্যাবলী নির্ধারণ করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে মুদ্রানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, ব্যাংকিং খাত নিয়ন্ত্রণ, দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ পরিচালনা এবং আর্থিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা।
- বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ বিভিন্ন সময়ে সংশোধিত হয়েছে, যাতে পরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও আর্থিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় এটি উপযোগী থাকে। এটি সরকারের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয় এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের জারি করা নীতিমালা, নির্দেশনা এবং নিয়মাবলী প্রণয়নের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। ফলে, এটি দেশের ব্যাংকিং ও আর্থিক ব্যবস্থার জন্য গুরুত্বপূর্ণ আইনি ভিত্তি এবং বাংলাদেশের আর্থিক খাতের কাঠামো নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১

MetaMentor Center

প্রশ্ন-০৬: ব্যাংকিং কোম্পানি কী?

ব্যাংকিং কোম্পানি হলো একটি প্রতিষ্ঠান যা ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে। এটি আর্থিক লেনদেন এবং ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে, যার মধ্যে বাংলাদেশের সকল নতুন ব্যাংক এবং বিশেষায়িত ব্যাংক অন্তর্ভুক্ত।

ব্যাংকিং ব্যবসার অন্তর্ভুক্ত কার্যক্রম:

- জনগণের কাছ থেকে অর্থ আমানত হিসেবে গ্রহণ করা।
- এই আমানতগুলো ঋণ প্রদান বা বিনিয়োগের জন্য ব্যবহার করা।
- আমানত চাহিদামতো বা নির্ধারিত সময়ে ফেরত দেওয়ার নিশ্চয়তা প্রদান করা।
- চেক, ড্রাফট, অর্ডার বা অন্যান্য পদ্ধতির মাধ্যমে অর্থ উত্তোলনের সুযোগ দেওয়া।

এই কার্যক্রমগুলো ব্যাংকিং কোম্পানির প্রধান কার্যাবলীর মধ্যে পড়ে।

প্রশ্ন-০৭: ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ অনুযায়ী, বাংলাদেশে ব্যাংক কোন ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে?

ব্যাংক কোম্পানি নিম্নলিখিত ধরনের ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে:

১. **ঋণ গ্রহণ ও আমানত গ্রহণ:** অর্থ আমানত গ্রহণ বা তহবিল সংগ্রহ করা।

২. **ঋণ প্রদান বা অর্থ অগ্রিম প্রদান:** বিনিয়োগ বা জামানত সহ বা ছাড়া ঋণ প্রদান করা।

৩. **আর্থিক ইন্সট্রুমেন্ট নিয়ে লেনদেন:** বিল অব এক্সচেঞ্জ, প্রতিশ্রুতি নোট এবং ডিবেঞ্চার কেনা, বিক্রি করা, গ্রহণ করা এবং সংগ্রহ করা।

৪. **আর্থিক ইন্সট্রুমেন্ট ইস্যু করা:** লেটার অব ক্রেডিট, ট্রাভেলার্স চেক, ক্রেডিট কার্ড এবং সার্কুলার নোট প্রদান ও ইস্যু করা।

সীমাবদ্ধতা: উল্লিখিত কার্যক্রম ছাড়া অন্য কোনো ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি কোনো ব্যাংক কোম্পানিকে দেওয়া হয় না। এই কার্যক্রমগুলো ব্যাংকিং কোম্পানির কার্যপরিধি নির্ধারণ করে এবং নিয়মের সাথে তাদের সামঞ্জস্য নিশ্চিত করে।

প্রশ্ন-০৮: ব্যাসেল III অনুযায়ী মূলধনের উপাদানসমূহ কী কী?
অথবা, নিয়ন্ত্রক মূলধনের প্রধান উপাদানসমূহ সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

ব্যাসেল III অনুযায়ী মোট নিয়ন্ত্রক মূলধন:

A. টিয়ার ১ মূলধন (Going-concern Capital):

a. সাধারণ ইকুইটি টিয়ার ১ (Common Equity Tier 1)

b. অতিরিক্ত টিয়ার ১ (Additional Tier 1)

B. টিয়ার ২ মূলধন (Gone-concern Capital):

সাধারণ ইকুইটি টিয়ার ১ মূলধন (Common Equity Tier 1 Capital):

১. **পরিশোধিত মূলধন (Paid up capital):** শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে কোম্পানি যে অর্থ সংগ্রহ করে তা হলো পরিশোধিত মূলধন। পরিশোধিত মূলধন সাধারণত শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়, যেমন আইপিও-এর মাধ্যমে।

২. **অফেরতযোগ্য শেয়ার প্রিমিয়াম অ্যাকাউন্ট (Non-repayable share premium account):** শেয়ার প্রিমিয়াম অ্যাকাউন্ট হলো শেয়ারের মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্যে শেয়ার বিক্রি করে অর্জিত অতিরিক্ত অর্থ। এটি কোম্পানির ব্যালান্স শীটে উল্লেখ করা হয়।

৩. **বাধ্যতামূলক রিজার্ভ (Statutory Reserve):** বাংলাদেশ ব্যাংকের আইনি নিয়ম অনুসারে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ, সিকিউরিটি বা সম্পদ সংরক্ষণ করতে হয়।

৪. **সাধারণ রিজার্ভ (General reserve):** ব্যবসার বিভিন্ন প্রয়োজন মেটাতে, ভবিষ্যতের ক্ষতি পূরণ করতে, মূলধন বাড়াতে বা শেয়ারহোল্ডারদের লভ্যাংশ প্রদানের জন্য ব্যাংকের লাভ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ আলাদা করে সাধারণ রিজার্ভ তৈরি করা হয়।

MetaMentor Center

৫. **সংরক্ষিত আয় (Retained Earnings):** লাভ থেকে সমস্ত ব্যয়, কর এবং শেয়ারহোল্ডারদের লভ্যাংশ প্রদান শেষে অবশিষ্ট যে মুনাফা থাকে সেটাই হলো সঞ্চিত মুনাফা।
৬. **লভ্যাংশ সমতাকরণ রিজার্ভ (Dividend equalization reserve):** লভ্যাংশের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে বিশেষভাবে তৈরি একটি রিজার্ভ, যা আয়ের ওঠানামা সত্ত্বেও লভ্যাংশে প্রভাব ফেলে না।
৭. **সহযোগী প্রতিষ্ঠানে সংখ্যালঘু স্বত্বাধিকার (Minority interest in subsidiaries):** মাতৃপ্রতিষ্ঠান দ্বারা মালিকানাধীন নয় এমন সাবসিডিয়ারি কোম্পানির শেয়ারের অংশ।

হ্রাস: টিয়ার ১ মূলধনের ওপর প্রযোজ্য নিয়ন্ত্রক সমন্বয়।

অতিরিক্ত টিয়ার ১ (Additional Tier 1):

- **চিরস্থায়ী বন্ড (Perpetual Bond):** এটি একটি বন্ড যার কোনও মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ নেই। এই বন্ড ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠান আসল অর্থ ফেরত দিতে বাধ্য নয় তবে বন্ডধারীকে নির্দিষ্ট কুপন পেমেন্ট প্রদান করে।

টিয়ার ২ মূলধন (Tier 2 Capital):

- **সাধারণ প্রভিশন:** ভবিষ্যতের সম্ভাব্য ক্ষতির জন্য সংরক্ষিত অর্থ।
- **সাবঅর্ডিনেটেড ঋণ (Subordinated Debt):** এটি এমন একটি ঋণ যা প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য ঋণ পরিশোধের পরেই পরিশোধিত হয়।
- **সংখ্যালঘু শেয়ার (Minority Interest):** সাবসিডিয়ারি কোম্পানির টিয়ার ২ মূলধনের অংশ।

হ্রাস: টিয়ার ২ মূলধনের ওপর প্রযোজ্য নিয়ন্ত্রক সমন্বয়।

প্রশ্ন-০৯: ক্যাপিটাল অ্যাডিকোয়েসি রেশিও (CAR) কী?
অথবা, ব্যাসেল III অনুযায়ী ন্যূনতম ক্যাপিটাল অ্যাডিকোয়েসি রেশিও কত?

$$\text{CAR} = \frac{\text{Eligible Capital}}{\text{Risk-Weighted Assets (RWA)}} \times 100$$

- বাংলাদেশ ব্যাংক ক্যাপিটাল অ্যাডিকোয়েসি রেশিও ন্যূনতম ১০% এবং ক্যাপিটাল কনজারভেশন বাফার ২.৫% (মোট ১২.৫০%) নির্ধারণ করেছে। এর উদ্দেশ্য হলো ব্যাংকগুলোর কাছে পর্যাপ্ত মূলধন নিশ্চিত করা, যাতে তারা কার্যক্রম পরিচালনা করতে এবং সম্ভাব্য ক্ষতি শোষণ করতে পারে।
- যদি কোনও ব্যাংক পর্যাপ্ত মূলধন বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়, তাহলে বাংলাদেশ ব্যাংক সেই ব্যাংকের কার্যক্রমে অনুমোদন বা সীমাবদ্ধতা আরোপ করতে পারে।

প্রশ্ন-১০: ব্যাসেল III অনুযায়ী তারল্য মানদণ্ড/অনুপাত কী? ব্যাখ্যা করুন। (What is the liquidity standard/ratio suggested by Basel-III? Explain).
অথবা, LCR এবং NSFR বলতে কী বোঝায়? সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

ব্যাসেল III ব্যাংকগুলোর স্থিতিস্থাপকতা বাড়ানোর জন্য দুটি গুরুত্বপূর্ণ তারল্য মানদণ্ড প্রবর্তন করেছে: **তারল্য পরিসীমা অনুপাত**

(Liquidity Coverage Ratio) (LCR) এবং **নেট স্টেবল ফান্ডিং অনুপাত (Net Stable Funding Ratio) (NSFR)**

MetaMentor Center

তারল্য কভারেজ অনুপাত (Liquidity Coverage Ratio - LCR):

- LCR নিশ্চিত করে যে একটি ব্যাংক ৩০ দিনের আর্থিক চাহিদা মেটানোর জন্য যথেষ্ট অপ্রতিবন্ধক, উচ্চ মানের তরল সম্পদ বজায় রাখে।
- এটি এমন পরিস্থিতির জন্য তারল্য চাহিদা পরিমাপ করে, যেখানে আমানত এবং অন্যান্য অর্থের উৎস বিভিন্ন মাত্রায় হ্রাস পায় এবং অপ্রচলিত ক্রেডিট সুবিধাগুলো বিভিন্ন মাত্রায় ব্যবহার করা হয়।

$$LCR = \frac{\text{Stock of High Quality Liquid Asset}}{\text{Total Net Cash Outflow over the next 30 Calendar days}} \geq 100\%$$

দীর্ঘমেয়াদী তহবিল অনুপাত (Net Stable Funding Ratio - NSFR):

- এটি একটি দীর্ঘমেয়াদী অনুপাত, যা ব্যাংকের তারল্য সমস্যা কমাতে সাহায্য করার জন্য তৈরি করা হয়েছে।
- এটি পুরো ব্যালান্স শিট জুড়ে কভার করে এবং ব্যাংকগুলোকে স্থিতিশীল অর্থায়নের উৎস ব্যবহার করতে উৎসাহিত করে।

$$NSFR = \frac{\text{Available amount of Stable Fund (ASF)}}{\text{Required amount of Stable Fund (RSF)}} > 100\%$$

ঝুঁকি ওজনকৃত সম্পদের (RWA) সূত্র:
ব্যাংক কোম্পানি আইন ১৯৯১ অনুযায়ী:
RWA = এক্সপোজার পরিমাণ x ঝুঁকি ওজন।

- **এক্সপোজার পরিমাণ:** এটি একটি নির্দিষ্ট ঋণগ্রহীতা বা কাউন্টারপার্টির প্রতি ব্যাংকের মোট এক্সপোজারের পরিমাণ, যার মধ্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ এক্সপোজার এবং ব্যালান্স শিটের বাইরে থাকা আইটেমগুলো অন্তর্ভুক্ত।
- **ঝুঁকি মাত্রা:** এটি প্রতিটি এক্সপোজারের জন্য নির্ধারিত একটি শতাংশ, যা ঋণগ্রহীতা বা কাউন্টারপার্টির ক্রেডিট ঝুঁকির ওপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা হয়। ব্যাসেল III নির্দেশিকা অনুযায়ী এই শতাংশ পরিবর্তিত হয়।

প্রশ্ন-১১: ঝুঁকি সমন্বিত সম্পদ (Risk-weighted Asset) উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

Risk-weighted Asset (RWA) হলো ব্যাংকের সম্পদের ঝুঁকি পরিমাপের একটি পদ্ধতি। এটি শুধুমাত্র সম্পদের ঘোষিত মূল্যের (Face Value) উপর নির্ভর না করে, সম্পদের ঝুঁকির মাত্রা বিবেচনা করে এবং সেই অনুযায়ী একটি "ওজন" নির্ধারণ করে। ঝুঁকি যত বেশি, ওজন তত বেশি।

RWA এর সূত্র:

RWA = এক্সপোজার পরিমাণ x ঝুঁকি ওজন/ Exposure amount x risk weight।

১. **এক্সপোজার পরিমাণ:** ব্যাংকের নির্দিষ্ট একজন ঋণগ্রহীতা বা কাউন্টারপার্টির প্রতি মোট এক্সপোজারের পরিমাণ। এর মধ্যে প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ এবং ব্যালান্স শিটের বাইরে থাকা উপকরণ অন্তর্ভুক্ত।
২. **ঝুঁকি ওজন/risk weight:** প্রতিটি এক্সপোজারের জন্য নির্ধারিত একটি শতাংশ, যা ঋণগ্রহীতা বা কাউন্টারপার্টির ক্রেডিট ঝুঁকির উপর নির্ভর করে। এটি ব্যাসেল III নির্দেশিকা অনুযায়ী নির্ধারিত হয় এবং এক্সপোজারের প্রকারভেদে পরিবর্তিত হয়।

উদাহরণ:

১. **বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠানে ঋণ:** ধরা যাক, একটি ব্যাংক অত্যন্ত বিশ্বস্ত কোম্পানিকে ১,০০০ টাকা ঋণ দেয়। যদি এই ঋণের ঝুঁকি ওজন ২০% হয়, তবে এই ঋণের জন্য RWA হবে: **(২০/১০০) × ১,০০০ টাকা = ২০০ টাকা।**
২. **কম স্থিতিশীল ব্যবসায় ঋণ:** এবার ধরুন, ব্যাংক একই ১,০০০ টাকা একটি কম স্থিতিশীল ব্যবসায় ঋণ দেয়। যদি এই ঋণের ঝুঁকি ওজন ৮০% হয়, তবে RWA হবে: **(৮০/১০০) × ১,০০০ টাকা = ৮০০ টাকা।**

MetaMentor Center

উপরের উদাহরণগুলোতে দেখা যায়, দুটি ঋণের পরিমাণ একই হলেও ঝুঁকির পার্থক্যের কারণে RWA ভিন্ন হয়। RWA ব্যাংকগুলোকে তাদের সম্পদের সম্ভাব্য ক্ষতির জন্য পর্যাপ্ত মূলধন নিশ্চিত করতে সহায়তা করে। এটি ঝুঁকির উপর ভিত্তি করে সম্পদ ব্যবস্থাপনার একটি কার্যকর পদ্ধতি।

প্রশ্ন-১২: শেয়ার কেনার উপর সীমাবদ্ধতা ব্যাখ্যা করুন।
ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ অনুযায়ী শেয়ার কেনার সীমাবদ্ধতা:

১. **শেয়ার মালিকানার সীমা:** একই পরিবারের সদস্যদের মধ্যে একটি ব্যাংকের শেয়ার কেন্দ্রীভূত হতে পারবে না এবং তারা কোনো ব্যাংকের মোট শেয়ারের ১০ শতাংশের বেশি কিনতে পারবে না।

২. **শেয়ার কেনার জন্য হলফনামার প্রয়োজন:** যে ব্যক্তি ব্যাংকের শেয়ার কিনবেন, তাকে ক্রয়ের সময় হলফনামা জমা দিতে হবে। এতে উল্লেখ থাকতে হবে যে তিনি অন্য কারও এজেন্ট হিসেবে বা অন্য কারও নামে শেয়ার কিনছেন না এবং পূর্বে অন্য কারও নামে শেয়ার কেনেননি।

৩. **ঘোষণাপত্র জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক:** এই বিষয়ে একটি ঘোষণাপত্র জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক।

৪. **মিথ্যা ঘোষণার পরিণতি:** যদি ঘোষণাটি মিথ্যা প্রমাণিত হয়, তবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সমস্ত শেয়ার বাংলাদেশ ব্যাংকের অধিগ্রহণে নিয়ে নেওয়া হবে।

৫. **উল্লেখযোগ্য শেয়ার মালিকানার সংজ্ঞা:** উল্লেখযোগ্য শেয়ার বলতে কোনো কোম্পানির মোট শেয়ারের ৫% বা তার বেশি মালিকানা বোঝায়।

প্রশ্ন-১৩: ব্যাংক কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের ভূমিকা কী?

ব্যাংক কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাদের দায়িত্বগুলো হলো:

১. **নীতিমালা প্রণয়ন:** ব্যাংকের নীতিমালা তৈরি ও বাস্তবায়ন করা।

২. **ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা:** ব্যাংকের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে ঝুঁকি তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করা।

৩. **অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও নিরীক্ষা:** অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকর করা এবং নিয়মিত অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা পর্যালোচনা করা।

কমিটি:

- **নিরীক্ষা কমিটি:** এটি পরিচালনা পর্ষদের এমন সদস্যদের নিয়ে গঠিত হবে, যারা নির্বাহী কমিটির অংশ নয়।
- **ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি:** ঝুঁকি তত্ত্বাবধান ও পরিচালনা করার জন্য পরিচালনা পর্ষদের সদস্যদের নিয়ে গঠিত।

পরিচালনা পর্ষদ সঠিক শাসন, নীতিমালার কার্যকর বাস্তবায়ন এবং ব্যাংক কোম্পানির আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

প্রশ্ন-১৪: ব্যাংকিং কোম্পানি আইন, ১৯৯১ অনুযায়ী লভ্যাংশ প্রদানে ব্যাংকের সীমাবদ্ধতা কী কী?

১. **মূলধনী ব্যয় লেখা বন্ধ করতে হবে:** লভ্যাংশ ঘোষণা করার আগে সমস্ত মূলধনী ব্যয় (Capitalized Expenses) লেখা বন্ধ করতে হবে।

২. **প্রয়োজনীয় মূলধন ও রিজার্ভ ঘাটতি:** যদি প্রয়োজনীয় মূলধন এবং রিজার্ভে ঘাটতি থাকে, তবে নগদ লভ্যাংশ দেওয়া যাবে না।

৩. **প্রভিশনের ঘাটতি:** প্রভিশনের ঘাটতি থাকলে লভ্যাংশ ঘোষণা করা যাবে না।

এই নিয়মগুলো ব্যাংক কোম্পানিকে আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এবং দায়িত্বশীল কার্যক্রম নিশ্চিত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন-১৫: ব্যাংকিং কোম্পানি আইন, ১৯৯১ অনুযায়ী ঋণ ও অগ্রিম প্রদান সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা কী কী? (BPE-96th)
অথবা, ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ এবং বিআরপিডি সার্কুলার নং-৩/২০২৫ এর নির্দেশনা মোতাবেক কোনো ব্যাংক কর্তৃক তার পরিচালক এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহকে ঋণ ও অগ্রিম প্রদানের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধসমূহ বর্ণনা করুন। BPE-7th.
অথবা, ব্যাংকিং কোম্পানি আইন, ১৯৯১ অনুযায়ী ঋণ সীমার সাধারণ সীমাবদ্ধতাগুলো কী? (BPE-96th)

১. **নিজস্ব শেয়ারের বিপরীতে ঋণ:** কোনো ব্যাংক নিজস্ব শেয়ারের বিপরীতে ঋণ, অগ্রিম বা অর্থায়ন সুবিধা অনুমোদন করতে পারবে না।

MetaMentor Center

২. **জামানতবিহীন ঋণ:** ব্যাংক কোনো পরিচালনা পর্ষদ সদস্য বা তাদের পরিবারের সদস্যদের জামানতবিহীন ঋণ প্রদান করতে পারবে না।

৩. **স্বার্থের সংঘাত:** যে ব্যক্তির সাথে কোনো পরিচালক পার্টনার বা পরিচালক হিসেবে যুক্ত, তাকে ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে পরিচালনা পর্ষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের অনুমোদন প্রয়োজন, এবং সংশ্লিষ্ট পরিচালক সেই সিদ্ধান্তে অংশ নিতে পারবেন না।

এই নিয়মগুলো স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে এবং তহবিলের অপব্যবহার প্রতিরোধ করে।

বিআরপিডি সার্কুলার নং-৩/২০২৫ এর অধীন বিধিনিষেধ

বিআরপিডি সার্কুলার নং-৩/২০২৫ অনুযায়ী পরিচালক এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহকে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে আরও কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে।

পরিচালক, তাদের পরিবারের সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সকল ঋণ ও অগ্রিমকে Related Party Exposure হিসেবে গণ্য করা হয় এবং বিশেষ সতর্কতার সাথে পরিচালনা করতে হয়। এ ধরনের সুবিধা পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনের মাধ্যমে প্রদান করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট পরিচালক অনুমোদন প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারবেন না।

ব্যাংককে নিশ্চিত করতে হবে যে এসব ঋণ বাজারভিত্তিক শর্তে প্রদান করা হচ্ছে এবং কোনো ধরনের বিশেষ সুবিধা বা অগ্রাধিকারমূলক আচরণ করা হচ্ছে না। ঋণ অনুমোদনের পূর্বে যথাযথ ঋণ মূল্যায়ন, দলিলপত্র যাচাই এবং ঝুঁকি মূল্যায়ন সম্পন্ন করতে হবে।

প্রশ্ন-১৬: ব্যাংক কোম্পানি ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের খেলাপি ঋণগ্রহীতাদের তালিকা সম্পর্কিত বিধানগুলো কী কী?

১. **তালিকা জমা দেওয়া:** প্রতি ব্যাংক কোম্পানি বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট সময় পরপর তাদের খেলাপি ঋণগ্রহীতাদের তালিকা বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা দিতে হবে।
২. **তালিকা প্রচার:** বাংলাদেশ ব্যাংক এই খেলাপি তালিকা দেশের সব ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে পাঠাবে।
৩. **ঋণ সুবিধার নিষেধাজ্ঞা:** যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান খেলাপি তালিকায় রয়েছে, তাদের কোনো ঋণ সুবিধা প্রদান করা যাবেনা।
৪. **আইনি পদক্ষেপ:** খেলাপি ঋণগ্রহীতাদের বিরুদ্ধে প্রচলিত আইন অনুযায়ী আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে। এই নিয়মগুলো দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করে এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ঋণ খেলাপি নিরুৎসাহিত করে।

প্রশ্ন-১৭: বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ম অনুযায়ী ঋণের মেয়াদ পুনঃনির্ধারণের সীমাবদ্ধতা কী কী?

তালিকাভুক্ত সকল ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্ব অনুমোদন ছাড়া নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের ঋণের মেয়াদ পুনঃনির্ধারণ করতে পারবে না:

১. পরিচালনা পর্ষদের সদস্য এবং তাদের পরিবারের সদস্য।
২. বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানির জমির মালিক, সহ-পরিচালক বা ব্যবস্থাপনা এজেন্ট হিসেবে কোনো পরিচালক যুক্ত।
৩. যে ব্যক্তি কোনো পরিচালক পার্টনার বা জমির মালিক হিসেবে স্বার্থ রাখে।

অবৈধ পুনঃনির্ধারণের শাস্তি:

যদি অনুমোদন ছাড়া ঋণ পুনঃনির্ধারণ করা হয়, তবে দায়ী ব্যক্তিরা নিম্নলিখিত শাস্তি পেতে পারেন:

- সর্বোচ্চ ৩ বছরের কারাদন্ড।
- সর্বোচ্চ ৩০,০০০ টাকা জরিমানা।
- উভয় শাস্তি একসঙ্গে হতে পারে।

প্রশ্ন-১৮: ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্ষমতা কী কী?

বাংলাদেশ ব্যাংকের নিম্নলিখিত ক্ষমতাগুলো রয়েছে:

১. **ঋণ নীতি নির্ধারণ:** ব্যাংকগুলোকে অনুসরণ করার জন্য ঋণ নীতি নির্ধারণ করা।
২. **ঋণের সীমা:** ব্যাংকগুলো কতটুকু ঋণ দিতে পারবে তার সীমা নির্ধারণ করা।
৩. **ছোট ঋণের অনুপাত:** মোট ঋণের তুলনায় ছোট ঋণের ন্যূনতম অনুপাত নির্ধারণ করা।
৪. **ঋণের উদ্দেশ্য নির্ধারণ:** কোন কোন উদ্দেশ্যে ঋণ দেওয়া যাবে তা নির্ধারণ করা।
৫. **সুদের হার নিয়ন্ত্রণ:** ঋণের ওপর ব্যাংকগুলো যে সুদের হার ধার্য করবে তা নিয়ন্ত্রণ করা।
৬. **অগ্রিম সীমা নির্ধারণ:** কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের জন্য ব্যাংকগুলো কতটুকু অগ্রিম দিতে পারবে তার সীমা নির্ধারণ করা।

এই ক্ষমতাগুলো ব্যাংকিং ব্যবস্থায় সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে।

MetaMentor Center

প্রশ্ন-১৯: ব্যাংকিং কোম্পানি আইন অনুযায়ী নগদ সংরক্ষণ হার সংক্রান্ত নিয়মাবলী কী কী?

নগদ সংরক্ষণ হার (CRR):

- সকল ব্যাংকিং কোম্পানির জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে নির্দিষ্ট শতাংশ নগদ রিজার্ভ রাখা বাধ্যতামূলক।
- বাংলাদেশ ব্যাংক সময়ে সময়ে নোটিফিকেশনের মাধ্যমে এই শতাংশ পরিবর্তন করতে পারে।
- CRR নগদ আকারে বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে রাখা হয়।
- ব্যাংকিং ব্যবস্থায়, CRR হলো একটি নির্ধারিত অনুপাত যা কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যাংকের মোট ডিমান্ড এবং টাইম লাইবিলিটিজ (TDTL)-এর ওপর নির্ধারণ করে।
- CRR অর্থনীতিতে টাকার প্রবাহ নিশ্চিত করে।
- ২০২১ সালের এপ্রিল মাসে ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও (CRR) ৪.০% নির্ধারণ করা হয়।

বাধ্যতামূলক তারল্য অনুপাত (Statutory liquidity ratio) (SLR):

ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ অনুসারে (২০১৩ সালের সংশোধনী সহ):

- **প্রচলিত ব্যাংকিং:** প্রচলিত ব্যাংকগুলোকে CRR-এর অতিরিক্ত হিসাবে তাদের মোট ডিমান্ড এবং টাইম লাইবিলিটিজের (TDTL) কমপক্ষে ১৩% স্ট্যাটুটরি লিকুইডিটি রেশিও (SLR) হিসেবে নগদ এবং সহজে বিনিময়যোগ্য সম্পদ আকারে রাখতে হবে। এটি প্রতিদিনের ভিত্তিতে নিশ্চিত করতে হবে।
- **ইসলামী শরিয়াহ ভিত্তিক ব্যাংকিং:** ইসলামী শরিয়াহ ভিত্তিক ব্যাংকগুলোর জন্য SLR-এর ন্যূনতম হার হবে মোট ডিমান্ড এবং টাইম লাইবিলিটিজের (TDTL) ৫.৫%।

এই নিয়মগুলো ব্যাংকিং ব্যবস্থায় আর্থিক শৃঙ্খলা এবং স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে।

প্রশ্ন-২০: ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ অনুযায়ী কোন পরিস্থিতিতে পরিচালকের পদ শূন্য হয়? BPE-96th

বাংলাদেশের ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ অনুযায়ী নিম্নলিখিত পরিস্থিতিতে কোনো ব্যাংকের পরিচালকের পদ শূন্য হতে পারে:

১. **পদত্যাগ:** যদি কোনো পরিচালক পদত্যাগ করেন।
২. **অযোগ্যতা:** যদি কোনো পরিচালক অযোগ্য হয়ে পড়েন। অযোগ্যতার মধ্যে দেউলিয়া হওয়া, মানসিক ভারসাম্যহীনতা, ফৌজদারি অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হওয়া, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শেয়ার অর্জনে ব্যর্থতা অন্তর্ভুক্ত।
৩. **অনুপস্থিতি:** দীর্ঘ সময় ধরে বোর্ড মিটিং থেকে সন্তোষজনক কারণ ছাড়া অনুপস্থিত থাকলে।
৪. **অপসারণ:** শেয়ারহোল্ডারদের রেজোলিউশনের মাধ্যমে যদি কোনো পরিচালককে অপসারণ করা হয়।
৫. **মৃত্যু:** পরিচালকের মৃত্যুর কারণে।
৬. **দেউলিয়া:** যদি পরিচালক দেউলিয়া বা অর্থিকভাবে অক্ষম হয়ে পড়েন।
৭. **আইনি অক্ষমতা:** যদি কোনো আইনি কারণে পরিচালক দায়িত্ব পালন করতে অক্ষম হন।
৮. **ন্যূনতম শেয়ার ধারণে ব্যর্থতা:** যদি পরিচালক যোগ্যতার জন্য নির্ধারিত ন্যূনতম শেয়ার ধারণ করতে ব্যর্থ হন।
৯. **অন্যান্য আইনি কারণ:** ব্যাংক কোম্পানি আইন বা ব্যাংকের বিধিতে উল্লেখিত অন্য কোনো কারণে।

এই নিয়মগুলো ব্যাংকিং ব্যবস্থার সুশাসন ও দায়িত্বশীল পরিচালনা নিশ্চিত করে।

MetaMentor Center

প্রশ্ন-২১: কেন কেন্দ্রীয় ব্যাংককে "ব্যাংকারদের ব্যাংক" বলা হয়? ব্যাখ্যা করুন।

অথবা, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের "সরকারের ব্যাংকার" এবং "ব্যাংকারদের ব্যাংক" হিসেবে কার্যাবলী ব্যাখ্যা করুন।

ব্যাংকারদের ব্যাংক হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলী:

১. **ব্যাংকিং সেবা প্রদান:** বাংলাদেশ ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংককে আর্থিক সেবা প্রদান করে।
২. **ব্যাংকিং ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান:** দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ ও পর্যবেক্ষণ করে।
৩. **তরলতার পর্যাপ্ততা বজায় রাখা:** ব্যাংকিং ব্যবস্থায় পর্যাপ্ত তরলতা নিশ্চিত করে।

সরকারের ব্যাংকার হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলী:

১. **সরকারকে আর্থিক সেবা প্রদান:** বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারের বিভিন্ন আর্থিক কার্যক্রম পরিচালনা করে প্রয়োজনে সরকারকে অর্থ সংস্থান করে।
২. **সরকারি হিসাব ও পেমেন্ট ব্যবস্থাপনা:** সরকারি হিসাব পরিচালনা এবং পেমেন্ট কার্যক্রম পরিচালনা করে।
৩. **বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ব্যবস্থাপনা:** দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনা করে।

প্রশ্ন-২২: বাংলাদেশ ব্যাংক নোট ইস্যু করার ক্ষেত্রে কোন নীতিগুলো অনুসরণ করে? (ডিসেম্বর-১৮)
বাংলাদেশ ব্যাংক নোট ইস্যু করার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত নীতিগুলো অনুসরণ করে:
১. **নিরাপত্তা:** নোট জালিয়াতি এবং প্রতারণা থেকে রক্ষা করতে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করে।
২. **মান:** উচ্চ মানসম্পন্ন নোট তৈরি ও ইস্যু নিশ্চিত করা, যা সহজে চেনা যায় এবং টেকসই হয়।
৩. **সহজলভ্যতা:** বাজারের চাহিদা মেটাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে নোট সরবরাহ নিশ্চিত করে।
৪. **নকশা:** নোটের নকশা দেশের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং পরিচিতি প্রতিফলিত করে এমনভাবে নির্বাচন করে।
৫. **নিয়ম মেনে চলা:** নোট ইস্যু করার ক্ষেত্রে সমস্ত নিয়ন্ত্রক এবং আইনি শর্ত মেনে চলে, যাতে জনগণের মুদ্রার প্রতি আস্থা বজায় থাকে।

এই নীতিগুলো মুদ্রা ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা এবং জনগণের মুদ্রার প্রতি আস্থা বজায় রাখতে সহায়ক।

প্রশ্ন-২৩: কেন্দ্রীয় ব্যাংককে নোট ইস্যুর একচেটিয়া অধিকার দেওয়া হয়েছে। আপনি কি মনে করেন এটি ন্যায়সঙ্গত? BPE-99th.
কেন্দ্রীয় ব্যাংককে নোট ইস্যুর একচেটিয়া অধিকার দেওয়া যথাযথ, কারণ:
১. **মুদ্রা ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা:** এটি মুদ্রা ব্যবস্থায় স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে যা অর্থনৈতিক আস্থা এবং কার্যক্রমের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। একাধিক প্রতিষ্ঠানকে মুদ্রা ইস্যু করার সুযোগ দিলে বিভ্রান্তি, অকার্যকারিতা এবং অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি হতে পারে।
২. **মুদ্রার সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ:** কেন্দ্রীয় ব্যাংক কার্যকরভাবে মুদ্রার সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, যা মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রামন্দা নিয়ন্ত্রণে সহায়ক। এর ফলে মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতা বজায় থাকে।
৩. **মুদ্রার মানের নিশ্চয়তা প্রদান:** দেশের সম্পদ ও আর্থিক বিশ্বাসযোগ্যতার উপর ভিত্তি করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রার মানের গ্যারান্টি দেয়। এই দায়িত্ব কেন্দ্রীভূত করার ফলে জালিয়াতি এবং অনিয়ন্ত্রিত মুদ্রার ঝুঁকি হ্রাস পায়, যা আর্থিক ব্যবস্থায় জনগণের আস্থা বজায় রাখে।

এই কারণে, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একচেটিয়া অধিকার একটি স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য মুদ্রা ব্যবস্থার জন্য অপরিহার্য।

প্রশ্ন-২৪: কেন্দ্রীয় ব্যাংক " চূড়ান্ত ঋণদানকারী " কেন? ব্যাখ্যা করুন।
অথবা, "কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ প্রদানের শেষ আশ্রয়স্থল"—ব্যাখ্যা করুন। BPE-7th.
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হলো " ঋণদাতার শেষ আশ্রয়স্থল " হওয়া।
১. **আর্থিক সংকটের সময় সহায়তা প্রদান:** যখন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো আর্থিক সংকটে পড়ে এবং অন্য কোনো উৎস থেকে ঋণ পায় না, তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক জরুরি ঋণ প্রদান করে।
২. **আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা:** এই ভূমিকা আর্থিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে এবং সিস্টেমিক ধস প্রতিরোধ করে।
৩. **বিশ্বাস ও আস্থা বজায় রাখা:** কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এই ক্ষমতা ব্যাংকিং ব্যবস্থার ওপর জনগণের আস্থা এবং স্থিতিশীলতার অনুভূতি বাড়ায়।

এই কারণে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক আর্থিক ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ রক্ষাকারী হিসেবে কাজ করে।

প্রশ্ন-২৫: দেশে ডিজিটাল ব্যাংক প্রতিষ্ঠার জন্য সম্প্রতি একটি নির্দেশিকা প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। প্রকাশিত নির্দেশিকা সম্পর্কে আপনার ধারণার ভিত্তিতে নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দিন। BPE-97th.
১. ডিজিটাল ব্যাংকিং কি? একটি ডিজিটাল ব্যাংক এবং একটি প্রচলিত ব্যাংকের মধ্যে মূল পার্থক্য কী?
ডিজিটাল ব্যাংকিং: ডিজিটাল ব্যাংক হল এক ধরনের আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা প্রথাগত শাখা গুলির উপর নির্ভর না করেই প্রাথমিকভাবে অনলাইন বা মোবাইল অ্যাপের মতো ডিজিটাল চ্যানেলগুলির মাধ্যমে তার আর্থিক কার্যক্রম পরিচালনা

MetaMentor Center

করে। এটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে দক্ষতা এবং গ্রহণ যোগ্যতার উপর ভিত্তি করে সম্পূর্ণ ব্যাংকিং পরিষেবা সরবরাহ করে। ডিজিটাল ব্যাংকগুলি উদ্ভাবনী ব্যাংকিং সমাধান প্রদানের জন্য উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে এবং তাদের গ্রাহক-কেন্দ্রিক পন্থা এবং সুবিন্যস্ত ক্রিয়াকলাপের জন্য পরিচিত।

ডিজিটাল ব্যাংকিং এবং প্রচলিত ব্যাংকিং থেকে পার্থক্য:

ক্যাটাগরি	ডিজিটাল ব্যাংক	প্রচলিত ব্যাংক
শাখা উপস্থিতি	কার্যত শাখার উপস্থিতি থাকে না।	শাখার উপস্থিতি থাকে।
সার্ভিস সুবিধা গ্রহণের সুযোগ	ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে পরিষেবাগুলি অনলাইনের প্রদান করা হয়।	অনলাইন এবং অফলাইন উভয় পরিষেবা প্রদান করে।
অবকাঠামো	উন্নত প্রযুক্তি অবকাঠামোর উপর নির্ভর করে।	প্রযুক্তি এবং ম্যানুয়াল প্রক্রিয়ার সমন্বয় ব্যবহার করে।
গ্রাহক সমন্বয়	গ্রাহক যোগাযোগ বা সমন্বয় প্রাথমিকভাবে ডিজিটাল মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়	মুখোমুখি পরিষেবার বিকল্পগুলি প্রদান করে।
খরচ এর গঠন	শারীরিক শাখার অভাবের কারণে পরিচালন খরচ কম।	ভৌত অবকাঠামোর কারণে উচ্চ পরিচালন ব্যয়।

২. ডিজিটাল ব্যাংকের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?

ডিজিটাল ব্যাংকের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে রয়েছে:

- সম্পূর্ণ ডিজিটাল এবং শাখাবিহীন পরিচালিত হয়।
- এআই, ব্লকচেইন এবং মেশিন লার্নিংয়ের মতো উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার করে।
- ডিজিটাল চ্যানেলের মাধ্যমে বিস্তৃত আর্থিক পরিষেবার নিশ্চিত করে।
- সাইবার নিরাপত্তা এবং ডেটা সুরক্ষার উপর উচ্চ জোর দেয়।
- উদ্ভাবনী এবং গ্রাহক-কেন্দ্রিক পণ্য এবং পরিষেবা প্রদান করে।

৩. আপনি কি মনে করেন যে ডিজিটাল ব্যাংক আমাদের ব্যাংকিং শিল্পে একটি বিঘ্নকারী শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হবে? মতামত দিন?

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে ডিজিটাল ব্যাংকগুলো একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনতে পারে। তারা নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করে সহজ, দ্রুত এবং কার্যকর সেবা প্রদান করে, যা গ্রাহকদের জন্য প্রচলিত ব্যাংকের তুলনায় আরও ভালো অভিজ্ঞতা দিতে পারে। ডিজিটাল ব্যাংকগুলো প্রযুক্তির মাধ্যমে দূরবর্তী ও ব্যাংকিং সুবিধাবঞ্চিত এলাকাতেও সেবা পৌঁছে দিতে সক্ষম। তারা গ্রাহকের প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যক্তিগত সেবা দিতে পারে এবং সামগ্রিক ব্যাংকিং অভিজ্ঞতা আরও সহজ ও উন্নত করে। এর ফলে ঐতিহ্যবাহী ব্যাংকগুলোর ওপর নতুন সেবা চালু করা ও নিজেদের কার্যক্রম আধুনিক করার চাপ সৃষ্টি হবে। এতে ব্যাংকিং খাত আরও গতিশীল ও গ্রাহককেন্দ্রিক হয়ে উঠতে পারে। তবে ডিজিটাল ব্যাংকের সাফল্য নির্ভর করবে যথাযথ নিয়ন্ত্রক সহায়তা, গ্রাহকের সুবিধা গ্রহণের সুযোগ এবং আস্থা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার সক্ষমতার ওপর।

MetaMentor Center

প্রশ্ন-২৬: কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে অর্থ সরবরাহ ও ঋণ নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন উপকরণ নিয়ে আলোচনা করুন?

অথবা, ঋণ নিয়ন্ত্রণ বলতে কী বোঝায়? ঋণ নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করুন।

অথবা, ঋণ নিয়ন্ত্রণের প্রধান উপকরণগুলো ব্যাখ্যা করুন। ঋণ নিয়ন্ত্রণ বলতে কী বোঝায়?

অথবা, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আর্থিক নীতির প্রধান উপকরণগুলো কী কী?

অথবা, বাংলাদেশ ব্যাংক তাদের আর্থিক নীতি পরিচালনায় যে উপকরণগুলো ব্যবহার করে তা কী কী?

ক্রেডিট নিয়ন্ত্রণ: ঋণ নিয়ন্ত্রণ হলো বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানের জন্য নেওয়া ব্যবস্থা। এর মাধ্যমে অর্থনীতিতে আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এবং মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ করা হয়।

ক্রেডিট নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিগুলো:

১. **রিজার্ভ প্রয়োজনীয়তা:** ব্যাংকগুলিকে তাদের আমানতের নির্দিষ্ট শতাংশ রিজার্ভ হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে রাখতে হয়। এটি অর্থ সরবরাহ নিয়ন্ত্রণের একটি কার্যকর পদ্ধতি।
২. **মৌলিক আর্থিক নীতি:** কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুদের হার সমন্বয় এবং খোলা বাজার কার্যক্রমের মাধ্যমে অর্থ সরবরাহ এবং ঋণপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে।
৩. **ঋণ সীমা নির্ধারণ:** ব্যাংকগুলির ঋণ প্রদানের পরিমাণ সীমিত করতে বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণ সীমা নির্ধারণ করে। এটি অতিরিক্ত ঋণ প্রদান ও মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধে সহায়ক।
৪. **নৈতিক অনুরোধ:** বাংলাদেশ ব্যাংক পরামর্শ এবং প্রভাব ব্যবহার করে ব্যাংকগুলিকে নির্ধারিত নীতিমালা মেনে চলতে উৎসাহিত করে।
৫. **সরাসরি নিয়ন্ত্রণ:** কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরাসরি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে নির্দিষ্ট খাতের ঋণ সীমাবদ্ধ করে এবং আর্থিক শৃঙ্খলা নিশ্চিত করে।

প্রশ্ন-২৭: আর্থিক নীতির (Monetary Policy) লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য কী?

বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক নীতির মূল লক্ষ্যগুলো হলো:

১. মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ এবং মূল্য স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা।
২. টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি করা।
৩. বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখা।
৪. অর্থ এবং ঋণের সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করা।
৫. দেশের আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা।

প্রশ্ন-২৮: লক্ষ্যভিত্তিক ঋণ নিয়ন্ত্রণ (Selective Credit Control) কী? ক্রেডিট নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য আলোচনা করুন।

লক্ষ্যভিত্তিক ঋণ নিয়ন্ত্রণ: লক্ষ্যভিত্তিক ঋণ নিয়ন্ত্রণ হলো নির্দিষ্ট খাত বা কার্যক্রমে ঋণের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের একটি পদ্ধতি, যা নির্দিষ্ট আর্থিক লক্ষ্য অর্জনে ব্যবহৃত হয়।

বাংলাদেশে লক্ষ্যভিত্তিক ঋণ নিয়ন্ত্রণ বৈশিষ্ট্য:

১। নির্বাচিত ঋণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্য হলো নির্দিষ্ট কিছু খাত বা কার্যক্রমে ঋণের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা, যাতে নির্ধারিত অর্থনৈতিক লক্ষ্য অর্জন করা যায়।
২। ঋণের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ এবং রিজার্ভ সংক্রান্ত বাধ্যবাধকতার মতো বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।
৩। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নির্বাচিত ঋণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য হলো কৃষি, ক্ষুদ্র শিল্প এবং রপ্তানিমুখী শিল্প খাতকে উৎসাহিত করা।
৪। যদিও কিছু ক্ষেত্রে এ নিয়ন্ত্রণ কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে সফল হয়েছে, তবে এর কিছু অপ্রত্যাশিত ফলাফলও দেখা গেছে, **যেমন:** অনানুষ্ঠানিক ঋণ প্রদানের বৃদ্ধি ও কিছু ঋণগ্রহীতার দ্বারা নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থার ফাঁকি দেওয়া।

প্রশ্ন-২৯: ব্যাংক কোম্পানি (সংশোধনী) আইন, ২০২৩ এর ধারা ৭৭(ক) বাংলাদেশ ব্যাংককে দুর্বল ব্যাংক কোম্পানির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য প্রাথমিক পদক্ষেপ (Prompt Corrective Action - PCA) গ্রহণ এবং মর্জার বা পুনর্গঠনের মতো সমাধানমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আইনগত ক্ষমতা প্রদান করেছে। আপনি কি মনে করেন এই সংশোধনী ব্যাংকিং খাতে শৃঙ্খলা এবং সুশাসন আনতে সহায়ক হবে? BPE-98th.

হ্যাঁ, ২০২৩ সালের ব্যাংক কোম্পানি (সংশোধনী) আইন, ধারা ৭৭(ক) বাংলাদেশ ব্যাংককে প্রাথমিক পদক্ষেপ (PCA) এবং দুর্বল ব্যাংক কোম্পানির জন্য মর্জার বা পুনর্গঠনের মতো সমাধানমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান করেছে। এটি ব্যাংকিং খাতে শৃঙ্খলা ও সুশাসন নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

এর প্রভাব:

১. **প্রাথমিক হস্তক্ষেপ:** PCA এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক একটি ব্যাংকের আর্থিক অবস্থার অবনতি হলে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে পারবে। এটি অধিক ক্ষতি এবং আর্থিক ব্যবস্থার ঝুঁকি প্রতিরোধে সহায়ক হবে।

MetaMentor Center

২. **শৃঙ্খলা নিশ্চিত করা:** কঠোর নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা এবং সমাধানমূলক কার্যক্রম প্রয়োগের মাধ্যমে ব্যাংকগুলিকে সুষ্ঠু আর্থিক চর্চা এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বজায় রাখতে উৎসাহিত করবে।
৩. **স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা:** এই সংশোধনী ব্যাংকের আর্থিক অবস্থার সময়মতো প্রতিবেদন এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহীত পদক্ষেপের প্রকাশ নিশ্চিত করে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বাড়াবে।
৪. **স্থিতিশীলতা বজায় রাখা:** মর্জার বা পুনর্গঠনের মতো সমাধানমূলক ব্যবস্থা দুর্বল ব্যাংকগুলোর স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে এবং সামগ্রিক আর্থিক ব্যবস্থার ঝুঁকি হ্রাস করতে সহায়ক হবে।

এই সংশোধনী বাংলাদেশ ব্যাংককে ব্যাংকিং খাতের দুর্বলতাগুলো কার্যকরভাবে মোকাবিলা করার ক্ষমতা দেয়, যা স্থিতিশীলতা, শৃঙ্খলা এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩

প্রশ্ন-৩০: আর্থিক প্রতিষ্ঠান বলতে কী বোঝায়? বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান: ১৯৯৩ সালের আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন অনুযায়ী, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বলতে একটি অ-ব্যাংকিং সত্তাকে বোঝায় যা আর্থিক সেবা প্রদান করে। এর মধ্যে রয়েছে শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি বা নির্মাণ খাতে ঋণ ও অগ্রিম প্রদান। এছাড়াও, শেয়ার, বন্ড এবং সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ, পুনঃবিনিয়োগ, আন্ডাররাইটিং এবং কিস্তি লেনদেন (যেমন মেশিনারি বা যন্ত্রপাতি লিজিং) অন্তর্ভুক্ত। উদীয়মান ব্যবসায়ীদের ভেঞ্চার ক্যাপিটাল অর্থায়ন দেওয়াও এর অন্তর্ভুক্ত। এর উদাহরণ হলো মার্চেন্ট ব্যাংক, বিনিয়োগ কোম্পানি, মিউচুয়াল অ্যাসোসিয়েশন, লিজিং কোম্পানি এবং বিল্ডিং সোসাইটি।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব:

- **অর্থনৈতিক উন্নয়ন:** আর্থিক সেবা অর্থনীতির উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- **দারিদ্র্য বিমোচন:** আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো মাইক্রোফাইন্যান্স প্রদান করে দারিদ্র্য হ্রাসে ভূমিকা রাখছে।
- **আর্থিক অন্তর্ভুক্তি:** আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক ব্যবস্থা তৈরি করতে সহায়ক।
- **কর্মসংস্থানের সুযোগ:** আর্থিক খাত কর্মসংস্থান তৈরি করে এবং অর্থনীতির সামগ্রিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখে।

প্রশ্ন-৩১: ১৯৯৩ সালের আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন অনুযায়ী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্সিং সংক্রান্ত নিয়মাবলী কী কী?

লাইসেন্সিং সংক্রান্ত বিধান: লাইসেন্স প্রদানের আগে বাংলাদেশ ব্যাংককে নিম্নলিখিত বিষয়ে নিশ্চিত হতে হয়:

- আর্থিক পরিস্থিতি।
- ব্যবস্থাপনার গুণমান।
- মূলধন কাঠামো এবং উপার্জন সক্ষমতার পর্যাপ্ততা।
- স্মারকলিপিতে উল্লিখিত উদ্দেশ্য।
- জনস্বার্থ রক্ষার।

প্রশ্ন-৩২: ১৯৯৩ সালের আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্ষমতা ও কার্যাবলী কী কী?

বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্ষমতা ও কার্যাবলী:

- আমানত ও ঋণের সর্বোচ্চ সুদের হার নির্ধারণ।
- ব্যক্তির জন্য ঋণের সীমা নির্ধারণ।
- ঋণ পরিশোধের সময়সীমা নির্ধারণ।
- ঋণের উপর সুদের হার গণনার পদ্ধতি নির্ধারণ।
- ব্যক্তিদের প্রদানকৃত ঋণের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ।
- আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে রিজার্ভ প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ।
- জনস্বার্থ ও আর্থিক নীতি উন্নয়নের জন্য অন্যান্য নিয়মাবলী প্রণয়ন।

MetaMentor Center

প্রশ্ন-৩৩: এনবিএফআই-গুলো আমানত সংগ্রহে কী কী সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন হয়? ২০২৩ সালের ফাইন্যান্স কোম্পানি আইনে বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে? BPE-98th.

এনবিএফআই-গুলোর আমানত সংগ্রহের সীমাবদ্ধতা:

১. **আমানত সংগ্রহের সীমাবদ্ধতা:** এনবিএফআই-গুলো প্রচলিত ব্যাংকের মতো ডিমান্ড ডিপোজিট সংগ্রহ করতে পারে না। তারা সাধারণত ফিক্সড ডিপোজিট বা টার্ম ডিপোজিট সংগ্রহ করতে পারে।
২. **নিয়ন্ত্রক সীমা:** এনবিএফআই-গুলোর জন্য আমানতের পরিমাণ ও প্রকার নির্ধারণে কঠোর নিয়ন্ত্রক সীমা রয়েছে।
৩. **বিশ্বাস ও বিশ্বাসযোগ্যতার ঘাটতি:** এনবিএফআই-গুলো আমানতকারীদের মধ্যে বিশ্বাস এবং আস্থা তৈরি করতে ব্যাংকের তুলনায় চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়।

২০২৩ সালের ফাইন্যান্স কোম্পানি আইনে বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য গৃহীত ব্যবস্থা:

১. **উদার মালিকানা বিধান:** আইনটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বিদেশি মালিকানার উচ্চতর সীমা নির্ধারণ করতে পারে।
২. **বিনিয়োগ প্রণোদনা:** বিদেশি বিনিয়োগকারীদের করছাড় বা কর অব্যাহতির মতো প্রণোদনা প্রদান।
৩. **নিয়ন্ত্রক প্রক্রিয়া সরলীকরণ:** বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য নিয়ন্ত্রক প্রক্রিয়া সহজ এবং আমলাতান্ত্রিক প্রতিবন্ধকতা কমানো।
৪. **উন্নত শাসন ব্যবস্থা:** আইনটি শাসনব্যবস্থা ও স্বচ্ছতা বাড়ানোর মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের আস্থা বাড়ায়।

Artho Rin Adalat Ain, 2003

প্রশ্ন-৩৪: অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর প্রধান বিধানসমূহ এবং এর সর্বশেষ সংশোধন আলোচনা করুন। BPE-96th. BPE-99th.

অথবা, অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এবং ২০১০ এর নতুন বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করুন ।

অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ বাংলাদেশের একটি বিশেষ আদালতের মাধ্যমে ঋণ ও আর্থিক দাবি পুনরুদ্ধার নিয়ন্ত্রণ করে। **এর প্রধান বিধানসমূহ হল:**

১. **নির্ধারিত সময়ে মামলার নিষ্পত্তি:** নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে মামলার নিষ্পত্তি করতে হবে যা দ্রুত আইনি ফলাফল নিশ্চিত করে।
২. **অযৌক্তিক দাবির সীমাবদ্ধতা:** আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অযৌক্তিক বা অতিরঞ্জিত দাবিকে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে যা ন্যায্যতা নিশ্চিত করে।
৩. **সমন প্রেরণ:** সমন ও নোটিশ প্রদান নির্ধারিত পদ্ধতির মাধ্যমে হতে হবে, যা স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে।
৪. **সম্পত্তি নিলাম:** ঋণ পুনরুদ্ধারের জন্য দেনাদারের সম্পত্তি নিলাম করা যেতে পারে তবে তা সঠিক আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করে।
৫. **দেওয়ানি শাস্তি:** In extreme cases, ঋণদাতার আইনসঙ্গত কারণ ছাড়াই ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে তাকে কারাদণ্ডের সম্মুখীন হতে পারে।
৬. **মীমাংসার প্রক্রিয়া:** কার্যক্রম চলাকালে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য মীমাংসাকে উৎসাহিত করা হয়।

এই আইন আর্থিক বিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তি এবং আর্থিক ব্যবস্থার সচ্ছতা রক্ষায় সহায়ক।

২০০৩ সালের অর্থ ঋণ আদালত আইনের নতুন বৈশিষ্ট্য:

- মামলার দাখিল এবং ন্যূনতম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রায় প্রদানের পদ্ধতি সহজীকরণ।
- নথিভুক্ত প্রমাণের ওপর জোর এবং মৌখিক যুক্তিতর্কের ওপর গুরুত্ব কম।
- বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (Alternative Dispute Resolution) ব্যবস্থা, যেখানে ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতার মধ্যে মধ্যস্থতা বা মীমাংসা সভার মাধ্যমে সমাধান করার সুযোগ।
- সীমা আইন, ১৯০৮-এ পরিবর্তন।
- রায়ের চূড়ান্ততার নীতিতে পরিবর্তন।

২০১০ সালের অর্থ ঋণ আদালত আইনের নতুন বৈশিষ্ট্য:

- ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি ছাড়াই বন্ধকি সম্পত্তি বিক্রি করতে পারবে।
- মামলার যেকোনো পর্যায়ে সালিশি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মামলার নিষ্পত্তি করা যাবে।
- ডিক্রির এক বছরের মধ্যে কার্যকর মামলা দায়ের করতে হবে।
- ডিক্রি প্রদানকারী আদালতের নির্দেশে বিজ্ঞপ্তি একটি সংবাদপত্রে প্রকাশ করা হবে।

MetaMentor Center

- কার্যকর মামলার আপত্তি জানাতে জমা দিতে হবে মাত্র ১০% অর্থ।
- নিলামে অংশগ্রহণকারী বিডারদের ২০%, ১৫%, এবং ১০% জমা দিতে হবে যথাক্রমে ১০ লাখ, ১০-৫০ লাখ, এবং ৫০ লাখ টাকার বেশি মূল্যের জন্য।
- বাকি অর্থ প্রদানের সময়সীমা ৩০-৯০ দিনের মধ্যে।
- উচ্চ আদালতে আপিল করার সময়সীমা ৬০ দিন।
- ডিক্রি করা অর্থের ওপর সুদের হার ৮% থেকে বাড়িয়ে ১২%, আপিল বা পুনর্বিবেচনার জন্য ১৬%, এবং উচ্চ আদালতের আদেশের বিরুদ্ধে আপিলের জন্য ১৮%।
- রিট পিটিশন খারিজ হলে ২৫% সুদ ধার্য করা হবে।

প্রশ্ন-৩৫: অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ অনুসারে মামলা দায়েরের আগে ঋণ আদায়ে ব্যাংকারদের দায়িত্ব ও করণীয় কী? BPE-7th.

১. সম্পত্তি বিক্রি বা বিক্রির চেষ্টা না করা পর্যন্ত কোনো মামলা দায়ের করা যাবে না।
২. সম্পত্তি বিক্রি সম্ভব না হলে নিলামের মাধ্যমে বিক্রির প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে।
৩. নিলামের বিজ্ঞপ্তি একটি জাতীয় বাংলা দৈনিক এবং একটি স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশ করতে হবে।
৪. বিডারদের ২০%, ১৫%, এবং ১০% অর্থ জমা দিতে হবে যথাক্রমে ১০ লাখ, ১০-৫০ লাখ, এবং ৫০ লাখ টাকার বেশি মূল্যের জন্য।
৫. বিডারদের মোট অর্থ প্রদানের সময়সীমা যথাক্রমে ৩০, ৬০, এবং ৯০ দিনের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।

মামলার ন্যূনতম আর্থিক মূল্য: কোনও ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান ঋণের সম্পূর্ণ বকেয়া পরিমাণের জন্য মামলা করতে পারে, তার আকার যাই হোক না কেন। মামলার জন্য কোনও ন্যূনতম মূল্য উল্লেখ করা হয়নি; এই আইনের অধীনে দাবির পরিমাণের কোনও উর্ধ্বসীমা নেই।

প্রশ্ন-৩৬: অর্থ ঋণ আদালত কীভাবে আটকে থাকা ঋণ পুনরুদ্ধারে সহায়তা করে? BPE-99th

অর্থ ঋণ আদালত বাংলাদেশের আটকে থাকা ঋণ পুনরুদ্ধারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১. **আইনি কাঠামো:** ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়া ঋণগ্রহীতাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের জন্য ব্যাংকগুলোর জন্য একটি আইনি প্ল্যাটফর্ম প্রদান করে।
২. **সম্পত্তি জব্দ:** আদালত ঋণগ্রহীতার সম্পত্তি জব্দ করার আদেশ দিতে পারে, যা ঋণের পরিমাণ পুনরুদ্ধারে ব্যবহৃত হয়।
৩. **বিরোধ নিষ্পত্তি:** ঋণদাতা এবং ঋণগ্রহীতার মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তিতে সহায়তা করে, যা ন্যায্য সমাধান নিশ্চিত করে।
৪. **দ্রুত কার্যপ্রক্রিয়া:** ঋণ পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া দ্রুত আদায় করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে।
৫. **ঋণ পরিশোধ উৎসাহিত করা:** আদালতের ক্ষমতা এবং আইনি কার্যক্রম ঋণগ্রহীতাদের সময়মতো ঋণ পরিশোধে উৎসাহিত করে।

এই ব্যবস্থাগুলো বাংলাদেশের আর্থিক ব্যবস্থায় ঋণ পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়াকে কার্যকর ও স্থিতিশীল করতে সহায়ক।

MetaMentor Center

প্রশ্ন-৩৭: আপনি কি মনে করেন অর্থ ঋণ আদালত আইন এবং দেউলিয়া আইন বিদ্যমান আইনসমূহ ঋণখেলাপি মোকাবেলায় যথেষ্ট? আলোচনা করুন। BPE-96th

বাংলাদেশে অর্থ ঋণ আদালত আইন এবং দেউলিয়া আইনের কিছু শক্তি ও সীমাবদ্ধতা রয়েছে যা ঋণখেলাপিদের মোকাবেলায় প্রাসঙ্গিক।

১. **অর্থ ঋণ আদালত আইন:** এই আইনটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ পুনরুদ্ধারের জন্য একটি বিশেষায়িত আইনি কাঠামো প্রদান করে। এটি দ্রুত ঋণ পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া নিশ্চিত করে এবং মামলার জট কমায়। তবে, এটি কিছু সময়ে জটিল পক্রিয়া হিসেবে বিবেচিত হতে পারে যা ঋণগ্রহীতাদের আইনগত প্রতিকার চাওয়ার ইচ্ছাকে নিরুৎসাহিত করতে পারে।

২. **দেউলিয়া আইন:** এই আইনটি দেউলিয়া পরিস্থিতির সুশৃঙ্খল সমাধান নিশ্চিত করে। এটি দেউলিয়া প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার জন্য একটি আইনি প্রক্রিয়া প্রদান করে। তবে, এর প্রয়োগ প্রায়শই জটিল এবং দীর্ঘমেয়াদী হতে পারে।

উভয় আইনই ঋণদাতা এবং ঋণগ্রহীতার স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করে। তবে, বিশেষ করে ক্ষুদ্র ঋণগ্রহীতাদের জন্য দ্রুত সমাধান এবং ন্যায্যতা নিশ্চিত করতে কিছু চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে। এই আইনগুলোর কার্যকারিতা অনেকাংশে সঠিক বাস্তবায়নের উপর নির্ভর করে।

প্রশ্ন-৩৮: ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ এর সাম্প্রতিক সংশোধনীতে ঋণখেলাপিদের সম্পর্কিত বিধানসমূহের আলোকে প্রশ্নের উত্তর দিন। (BPE-97th)

(ক) ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি বলতে কী বোঝায়?

ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি হলো এমন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যারা ঋণ পরিশোধের আর্থিক সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ইচ্ছাকৃতভাবে ঋণ পরিশোধ করে না। এর মধ্যে থাকতে পারে:

- চুক্তি অনুযায়ী ঋণের অর্থ অন্য কাজে ব্যবহার করা।
- ব্যাংকের সম্মতি ছাড়াই ঋণের অর্থ অন্য ব্যবসায় বা ব্যক্তির কাছে হস্তান্তর করা।
- বন্ধকি সম্পত্তি লুকানো বা বিক্রি করা।
- ব্যাংককে বিভ্রান্ত করার জন্য মিথ্যা নথি বা আর্থিক প্রতিবেদন প্রদান করা।

(খ) ঋণখেলাপি গোষ্ঠীর সহযোগী প্রতিষ্ঠান কি নতুন ঋণ পেতে যোগ্য হবে?

বাংলাদেশে ঋণখেলাপি গোষ্ঠীর সহযোগী প্রতিষ্ঠানের নতুন ঋণ পাওয়ার যোগ্যতা সাধারণত সীমিত। নিয়মগুলো বিবেচনা করে:

- সহযোগী প্রতিষ্ঠানের আর্থিক নির্ভরশীলতা এবং ঋণখেলাপি প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ।
- সহযোগী প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরন।
- সহযোগী প্রতিষ্ঠান ঋণখেলাপির সঙ্গে কোনো অবৈধ কার্যক্রমে জড়িত কিনা।

(গ) অভ্যাসগত ঋণখেলাপিদের জন্য প্রধান পরিণতি কী?

অভ্যাসগত ঋণখেলাপিদের জন্য গুরুতর পরিণতি রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে:

- ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ।
- বন্ধকি সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত বা নিলামে বিক্রয়।
- ভবিষ্যতে ঋণের জন্য উচ্চ সুদের হার এবং কঠোর শর্তের সম্মুখিন হওয়া।
- ক্রেডিট ইতিহাসে নেতিবাচক প্রভাব, যা ভবিষ্যতে অর্থায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (CIB)-তে তালিকাভুক্তি, যা আর্থিক বিশ্বাসযোগ্যতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

(ঘ) ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপিদের জন্য আপনি কী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন?

ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে, যার মধ্যে রয়েছে:

- আইনগত প্রক্রিয়া শুরু করা, যেমন দেওয়ানি বা ফৌজদারি মামলা।
- ব্যাংক এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কালো তালিকাভুক্তি।
- সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা বা দেউলিয়া প্রক্রিয়া শুরু করা।
- ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি হিসেবে তাদের অবস্থা প্রকাশ করা, যা তাদের ব্যবসার সুনাম নষ্ট করে।
- মামলা চলমান থাকাকালীন তাদের দেশ ত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারি করা।

এই ব্যবস্থা ঋণখেলাপিদের দায়িত্বশীল আচরণে বাধ্য করতে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।

MetaMentor Center

প্রশ্ন-৩৯: ব্যাংকিং খাতে সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক কী কী নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে? আপনার মতামত দিন। (BPE-98th)

কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যাংকিং খাতে সুশাসন উন্নত করতে নিম্নলিখিত নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে:

১. **তদারকি শক্তিশালী করা:** ব্যাংকগুলো সুশাসনের মান বজায় রাখছে কিনা তা নিশ্চিত করতে তদারকি ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করা।
২. **স্বচ্ছ রিপোর্টিং:** ব্যাংকগুলিকে তাদের সুশাসন কার্যক্রম এবং কর্মক্ষমতার তথ্য স্টেকহোল্ডারদের কাছে প্রকাশ করার নির্দেশ দেওয়া।
৩. **সুশাসনের নির্দেশিকা:** ব্যাংক পরিচালনা এবং পরিচালনা পর্ষদের জন্য স্পষ্ট নির্দেশিকা ও আচরণবিধি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করা।
৪. **ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা:** ঝুঁকি সনাক্ত, মূল্যায়ন এবং নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কাঠামো বাস্তবায়ন করা।
৫. **বিষয় উত্থাপনকারীদের সুরক্ষা:** ব্যাংকের ভেতরে সুশাসন লঙ্ঘনের অভিযোগকারী ব্যক্তিদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
৬. **প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা:** ব্যাংকের কর্মী ও পরিচালনা পর্ষদের জন্য সুশাসনের সর্বোত্তম চর্চা বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা প্রদান করা।
৭. **নিয়মিত অডিট:** সুশাসনের মান নিশ্চিত করতে নিয়মিত অডিট এবং নিরীক্ষা পরিচালনা করা।

এই ব্যবস্থা ব্যাংকিং খাতে দায়িত্ব, স্বচ্ছতা এবং সঠিকতা নিশ্চিত করতে সাহায্য করবে এবং আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখবে।

প্রশ্ন-৪০: ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণ কমাতে কী কী নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত? আপনার মতামত দিন। BPE-98th.

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণ কমাতে নিচের নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত:

১. **তদারকি শক্তিশালী করা:** ব্যাংকগুলো যেন ঝুঁকিহীন ঋণ প্রদান এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মান বজায় রাখে তা নিশ্চিত করতে নিয়ন্ত্রক তদারকি বৃদ্ধি করা।
২. **ক্রেডিট রিস্ক নিয়ন্ত্রণ:** ঋণগ্রহীতার ক্রেডিটযোগ্যতা মূল্যায়ন, ঋণ পোর্টফোলিও পর্যবেক্ষণ এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য কঠোর নির্দেশিকা বাস্তবায়ন করা।
৩. **ঋণ শ্রেণিবিভাগ ও প্রভিশনিং:** ব্যাংকের ঋণের ঝুঁকি প্রোফাইল সঠিকভাবে প্রতিফলিত করতে সময়মতো ঋণ শ্রেণিবিন্যাস এবং সংস্থানের প্রয়োজনীয়তা বাস্তবায়ন করা।
৪. **সুশাসন ও স্বচ্ছতা:** ঋণ পরিচালনার ক্ষেত্রে দায়িত্ব ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে পরিচালনা পর্ষদের তদারকি এবং প্রকাশ প্রয়োজনীয়তা উন্নত করা।
৫. **আইনি কাঠামো উন্নত করা:** ঋণ পুনরুদ্ধারের জন্য আইনি কাঠামো শক্তিশালী করা, দ্রুত আইনি প্রক্রিয়া এবং প্রয়োগ ব্যবস্থার উন্নতি করা।
৬. **ব্যাংকের কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা:** ব্যাংকের কর্মীদের জন্য ঋণ ঝুঁকি মূল্যায়ন এবং ঋণ পুনরুদ্ধারের কৌশল সম্পর্কে প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা।
৭. **ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো শক্তিশালী করা:** ক্রেডিট ঝুঁকি মূল্যায়ন এবং ব্যাংকের মধ্যে তথ্য ভাগাভাগির জন্য ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরোকে আরও কার্যকর করা।

MetaMentor Center

এই ব্যবস্থা খেলাপি ঋণের ঝুঁকি হ্রাসে সহায়ক হবে এবং ব্যাংকিং খাতের সামগ্রিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করবে।

প্রশ্ন-৪১: মি. 'X' এর উপর ABC ব্যাংক PLC-এর ৪ কোটি টাকা ঋণ খেলাপি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। ৩.৫ কোটি টাকার বন্ধকি সম্পত্তি সেই ঋণের সাথে বন্ধক রাখা হয়েছে। অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ অনুযায়ী ঋণ পুনরুদ্ধারে ব্যাংক কী পদ্ধতি অনুসরণ করবে? (BPE-98th)

অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ অনুযায়ী, এবিসি ব্যাংক পিএলসি প্রথমে বন্ধক রাখা জামানত বিক্রয়ের মাধ্যমে ঋণ আদায়ের চেষ্টা করবে এবং এরপর প্রয়োজন হলে অর্থ ঋণ আদালতে মামলা দায়ের করবে।

যেহেতু মি. 'এক্স' ৪.০০ কোটি টাকার খেলাপি ঋণের বিপরীতে ৩.৫০ কোটি টাকার জামানত বন্ধক রেখেছেন, তাই আইনটির ধারা ১২ অনুযায়ী ব্যাংক প্রথমে বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয় করবে এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ বকেয়া ঋণের সঙ্গে সমন্বয় করবে।

যদি বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয়ের পরও সম্পূর্ণ ঋণ আদায় না হয়, তাহলে অবশিষ্ট অর্থ আদায়ের জন্য ব্যাংক অর্থ ঋণ আদালতে মামলা দায়ের করবে। এ ক্ষেত্রে ব্যাংককে ঋণসংক্রান্ত দলিলপত্র, বন্ধক দলিল, হিসাব বিবরণী এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় প্রমাণ আদালতে দাখিল করতে হবে।

উভয় পক্ষের শুনানি শেষে দাবি প্রমাণিত হলে আদালত ব্যাংকের পক্ষে ডিক্রি প্রদান করবে। এরপরও যদি মি. 'এক্স' অবশিষ্ট ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হন, তাহলে আইন অনুযায়ী ব্যাংক তার অন্যান্য স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও নিলামের মাধ্যমে ডিক্রি কার্যকর করে ঋণ আদায় করতে পারবে।

অতএব, অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ অনুযায়ী ব্যাংককে প্রথমে বন্ধকী জামানত ব্যবহার করে ঋণ আদায়ের চেষ্টা করতে হবে এবং অবশিষ্ট বকেয়া আদায়ের জন্য আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে।

প্রশ্ন-৪২: অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর অধ্যায় VII (ধারা ৪০-৪৪) অনুযায়ী আপিল এবং পুনর্বিবেচনার জন্য কী কী শর্ত এবং সময়সীমা রয়েছে?

অথবা, আপিল এবং পুনর্বিবেচনা প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করুন।

অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর সপ্তম অধ্যায়ের (ধারা ৪০-৪৪) অধীনে অর্থ ঋণ আদালতের রায় বা ডিক্রির বিরুদ্ধে আপিল ও রিভিশনের বিধান করা হয়েছে।

আপিল:

ধারা ৪১ অনুযায়ী, অর্থ ঋণ আদালতের ডিক্রির বিরুদ্ধে আপিল করা যায়। ডিক্রিকৃত অর্থের পরিমাণ ৫০ লক্ষ টাকার মধ্যে হলে জেলা জজ আদালতে এবং ৫০ লক্ষ টাকার বেশি হলে হাইকোর্ট বিভাগে আপিল দায়ের করতে হয়।

আপিল দায়েরের জন্য আপিলকারীকে ডিক্রিকৃত অর্থের ৫০% জমা দিতে হয়। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে আদালত কমপক্ষে ২৫% অর্থ জমা সাপেক্ষে আপিল গ্রহণ করতে পারে।

আপিল মামলা সাধারণত ৯০ দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে হয়। প্রয়োজনে আরও ৩০ দিন সময় বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

রিভিশন:

ধারা ৪২ অনুযায়ী, জেলা জজ আদালতের আপিলের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট বিভাগে রিভিশন আবেদন করা যায়।

রিভিশন মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে রায়গ্রহীতাকে ডিক্রিকৃত অর্থের ৭৫% জমা দিতে হয়। রিভিশন মামলা সাধারণত ৬০ দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে হয়। বিশেষ প্রয়োজনে আরও ৩০ দিন সময় বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

প্রশ্ন-৪৩ : বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশিকা অনুযায়ী, একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান তার পরিশোধিত মূলধন এবং রিজার্ভের কত শতাংশ পর্যন্ত স্থাবর সম্পত্তি অর্জন বা ধারণ করতে পারে? BPE-6th.

বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশিকা অনুযায়ী: একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান তার পরিশোধিত মূলধন এবং সঞ্চিতি (রিজার্ভ)-এর মোট ২৫% (পঁচিশ শতাংশ) পর্যন্ত স্থাবর সম্পত্তি অর্জন বা ধারণ করতে পারে। এটিই সর্বোচ্চ সীমা; এই সীমার ঊর্ধ্বে কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান স্থাবর সম্পত্তি রাখতে পারে না।

ব্যতিক্রম: এই বিধিনিষেধের কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে:

- কর্মচারীদের সুযোগ-সুবিধার (যেমন আবাসন, অফিস) জন্য প্রয়োজনীয় সম্পত্তি।
- অনাদায়ী ঋণ পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে অর্জিত সম্পত্তি। (তবে আইন অনুযায়ী, এই সম্পত্তিগুলো একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে liquidate বা বিক্রি করে দিতে হয়)।

প্রশ্ন-৪৪: আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ অনুযায়ী বৈধ লাইসেন্স ছাড়া অর্থায়ন ব্যবসা পরিচালনার শাস্তি কী? BPE-6th.

আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (**Financial Institutions Act, 1993**)-এর ৩০ ধারা (**Section 30**) অনুযায়ী লাইসেন্স ব্যতীত অর্থায়ন ব্যবসা পরিচালনার শাস্তির বিবরণ নিচে বাংলায় দেওয়া হলো:

শাস্তি: যদি কোনো ব্যক্তি বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত বৈধ লাইসেন্স ধারণ না করে অর্থায়ন ব্যবসা পরিচালনা করেন, অথবা লাইসেন্স বাতিল হওয়ার পরেও সেই ব্যবসা চালিয়ে যান, তবে তিনি নিম্নলিখিত শাস্তিগুলির মুখোমুখি হবেন:

- কারাদণ্ড: অনধিক দুই (২) বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড; অথবা
- জরিমানা: অনধিক পাঁচ লক্ষ (৫,০০,০০০) টাকা পর্যন্ত আর্থিক জরিমানা; অথবা
- উভয় দণ্ড: একই সাথে কারাদণ্ড এবং জরিমানা উভয় দণ্ডেই দণ্ডিত হতে পারেন।

প্রশ্ন-৪৫: অর্থ ঋণ আদালতে ন্যূনতম কত টাকার মামলা করা যায়? BPE-6th

অর্থ ঋণ আদালতে মামলা করার ন্যূনতম অর্থমূল্য হলো—৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকা।

সহজভাবে বিষয়টি বোঝানো যায়—

- অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ অনুযায়ী
- কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান
- যদি কোনো ঋণগ্রহীতার কাছে ৫ লক্ষ টাকা বা তার বেশি অর্থ পাওনা থাকে,
- তাহলে সেই পাওনা আদায়ের জন্য অর্থ ঋণ আদালতে মামলা করা যায়।

অর্থাৎ, ৫ লক্ষ টাকার কম দাবি হলে অর্থ ঋণ আদালতে মামলা করা যায় না। সেক্ষেত্রে অন্য আদালত বা আইনগত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়।

গাণিতিক সমস্যা

Q-01. ABC Bank has the following financial data as of December 31st.

Tier-1 Capital : BDT 1500 crore

Tier-2 Capital : BDT 500 crore

Deductions from capital: BDT 200 crore

Total Risk Weighted Assets (RWA) : BDT 18000 crore

Calculate the Capital Adequacy Ratio (CAR) of the bank. Based on your calculation assess whether ABC Bank complies with the minimum regulatory capital requirements including the capital conservation buffer as per Bangladesh Bank guidelines. BPE-6th

Ans:

Given data:

- Tier-1 Capital = BDT 1,500 crore
- Tier-2 Capital = BDT 500 crore
- Deductions from Capital = BDT 200 crore
- Total Risk-Weighted Assets (RWA) = BDT 18,000 crore

Step-1: Calculate Total Eligible Capital

Total Eligible Capital

= Tier-1 Capital + Tier-2 Capital − Deductions

= 1,500 + 500 – 200

= **BDT 1,800 crore**

Step-2: Calculate Capital Adequacy Ratio (CAR)

Formula:

CAR = (Total Eligible Capital ÷ Risk-Weighted Assets) × 100

MetaMentor Center

Calculation:

CAR = (1,800 ÷ 18,000) × 100

CAR = 0.10 × 100

CAR = **10%**

Step-3: Regulatory Requirement (Bangladesh Bank – Basel III)

- Minimum CAR = **10%**
- Capital Conservation Buffer = **2.5%**
- Total Required CAR = **12.5%**

Assessment

ABC Bank's CAR is **10%**, which meets the **minimum CAR requirement**.

However, it **does not meet** the **total regulatory requirement of 12.5%** including the capital conservation buffer.

Q-02. Based on the given information of 'A' bank, answer the following questions:

Paid-up Capital	:	Tk.	1,392	Crore
Statutory Reserve	:	Tk.	1,000	Crore
Retain Earnings	:	Tk.	420	Crore
Perpetual Bond	:	Tk.	300	Crore
General Provisions	:	Tk.	650	Crore
Subordinated Bond	:	Tk.	360	Crore
Total Risk-Weighted Assets (RWA)	:	Tk.	30,200	Crore

a) Calculate 'A' bank's minimum capital requirements.

b) Calculate CET-1 and Tier-I capital ratios of the bank.

c) Calculate Tier-II capital ratio of the bank.

d) Calculate total capital to Risk-Weighted Assets Ratio (CRAR) of the bank.

e) Interpret the results above against minimum regulatory requirements of Bangladesh Bank.

Ans:

(a) Minimum Capital Requirement:

Minimum Capital Requirement = RWA×10%

= 30,200×10%=3,020 Crore

MetaMentor Center

(b) CET-1 and Tier-I Capital Ratios:

CET-1 Capital = Paid-up Capital + Statutory Reserve + Retained Earnings

Tier-I Capital = CET-1 Capital + Perpetual Bond

CET-1 Ratio:

$$\text{CET-1 Ratio} = \frac{\text{CET-1 Capital}}{\text{RWA}} \times 100$$

Tier-I Ratio:

$$\text{Tier-I Ratio} = \frac{\text{Tier-I Capital}}{\text{RWA}} \times 100$$

Inserting data:
CET-1 Capital = 1,392 + 1,000 + 420 = 2,812 Crore
Tier-I Capital = 2,812 + 300 = 3,112 Crore

$$\text{CET-1 Ratio} = \frac{2,812}{30,200} \times 100 \approx 9.31\%$$

$$\text{Tier-I Ratio} = \frac{3,112}{30,200} \times 100 \approx 10.30\%$$

(c) Tier-II Capital Ratio :
Tier-II Capital = Subordinated Bond + General Provisions

$$\text{Tier-II Ratio} = \frac{\text{Tier-II Capital}}{\text{RWA}} \times 100$$

Inserting data:
Tier-II Capital = 360 + 650 = 1,010 Crore

Calculation:
(d) Total Capital to RWA Ratio (CRAR):
Total Capital = Tier-I Capital + Tier-II Capital

$$\text{CRAR} = \frac{\text{Total Capital}}{\text{RWA}} \times 100$$

Calculation:
Total Capital = 3,112 + 1,010 = 4,122 Crore

$$\text{CRAR} = \frac{4,122}{30,200} \times 100 \approx 13.65\%$$

e) Minimum capital requirement of BB is 10%
So, the company is maintaining minimum capital as per BB guideline.
As per BB guideline Minimum capital requirement is 10% + Capital conservation buffer is 2.5%
So, Adequate capital requirement is 12.5%. So, company maintain adequate capital as per BB guidelines

MetaMentor Center

Q-03- From the following capital elements of XYZ Bank PLC, calculate CRAR, Tier-1, Tier-2 and minimum capital requirement.

COMPONENT	Amount (BDT in Crore)
i) Paid up capital	500
ii) Non-repayable share premium account	150

iii) Statutory reserve	250
iv) General reserve	150
v) Perpetual Bond	400
vi) General Provision	100
vii) Retained earnings	200
viii) Minority interest in subsidiaries	100
ix) Subordinated debt	150
x) Total Risk Weighted Assets (RWA)	20,500

Ans:

Tier-1 and Tier-2 Capital Ratios are as follows:

Capital Components	Amount
Paid-up Capital	500.00
Non-repayable share premium account	150.00
Statutory reserve	250.00
General reserve	150.00
Retained Earnings	200.00
Minority interest in subsidiaries	100.00
Perpetual Bond	400.00
Total Tier-1 Capital (Going Concern Capital)	**1,750.00**
Tier-1 capital ratio= (Tier-1 capital/ RWA)	**8.54%**

Capital Components	Amount
General provision	100.00
Subordinated debt	150.00
Tier-2 Capital (Gone Concern Capital)	250.00
Tier-2 Capital ratio= (Tier-2 capital/ RWA)	1.22%

Tier 1 capital	1,750.00
Tier 2 Capital	250.00
Total Capital	2,000.00
CRAR (Capital to Risk Weighted Assets Ratio) = (2,000/20,500)	**9.76%**

Minimum Regulatory Requirements and the performance of X bank are shown below:

Ratio	**Regulatory Requirement**	**Actual performance of ABC bank**	**Fulfillment**
Minimum Tier 1 capital ratio	6.00%	8.54%	Satisfied
CRAR	10.00%	9.76%	Not Satisfied

Q-04. Scenario:

A bank has Total Demand and Time Liabilities (TDTL) of BDT 12,500 crore. The Cash Reserve Ratio (CRR) is 4%.

MetaMentor Center

a) Calculate the amount of cash reserve that must be maintained with the central bank.
b) If the CRR is reduced from 4% to 3.5%, calculate the new reserve requirement and the amount of reduction.
ANS:
Scenario:
A bank has Total Demand and Time Liabilities (TDTL) of BDT 12,500 crore.
Cash Reserve Ratio (CRR) = 4%.
(a) Required CRR to be kept with the central bank
Formula:
CRR = TDTL × CRR rate
Calculation:
CRR = 12,500 × 4%
CRR = 12,500 × 0.04
CRR = BDT 500 crore
Answer:
The bank must keep BDT 500 crore as cash reserve with the central bank.
(b) New CRR at 3.5% and reduction amount
New CRR = 12,500 × 3.5%
= 12,500 × 0.035
= BDT 437.5 crore
Reduction in CRR = 500 − 437.5
= BDT 62.5 crore
Answer:
New required reserve is BDT 437.5 crore and the reserve requirement is reduced by BDT 62.5 crore.

Q-05.ABC Bank PLC has provided the following financial information in BDT crore for the year ended December 31, 2025:

Serial	Description	Amount
1	Common Equity Tier 1 (CET 1)	1250
2	Additional Tier (AT1)	350
3	General Provisions	360
4	Subordinated Debt (Meeting qualifying criteria)	500
5	Credit Risk Weighted Asset (RWA)	26000
6	Market Risk Weighted Asset	2500
7	Operational Risk Weighted Asset	7000

Additional Information:
(i) Capital requirement is 12.5% of total RWA (with MCR of 10% of total RWA);
(ii) General provision cannot exceed 1.25% of the credit RWA;
(iii) Total Tier 2 capital is limited to 100% of total Tier 1 capital.
Based on the given information, calculate the followings (Please show all calculations clearly):
(a) Calculate total RWA of ABC Bank PLC.

MetaMentor Center

(b) Calculate eligible Tier 1 capital and eligible Tier 2 capital of the bank.
(c) Calculate total eligible capital of the bank.
(d) Calculate Capital Adequacy Ratio of the bank and make comment on it.

Ans:

Given Data,
Common Equity Tier 1 (CET 1) = Tk. 1,250 crore
Additional Tier 1 (AT 1) = Tk. 350 crore
General Provision = Tk. 360 crore
Subordinated Debt = Tk. 500 crore
Credit Risk Weighted Asset = Tk. 26,000 crore
Market Risk Weighted Asset = Tk. 2,500 crore
Operational Risk Weighted Asset = Tk. 7,000 crore
Required CAR = 12.5%

(a) Total RWA

Total RWA
= Credit RWA + Market RWA + Operational RWA
= Tk. 35,500 crore
Therefore, total RWA = Tk. 35,500 crore.

(b) Eligible Tier 1 Capital and Tier 2 Capital

Tier 1 Capital = CET 1 + AT 1
= Tk. 1,600 crore
Therefore, eligible Tier 1 Capital = Tk. 1,600 crore.

Eligible General Provision
= Tk. 325 crore
Tier 2 Capital
= Eligible General Provision + Subordinated Debt
= Tk. 825 crore
Therefore, eligible Tier 2 Capital = Tk. 825 crore.

(c) Total Eligible Capital

Total Eligible Capital = Tier 1 Capital + Tier 2 Capital
= Tk. 2,425 crore
Therefore, total eligible capital = Tk. 2,425 crore.

(d) Capital Adequacy Ratio (CAR)

$$CAR = \frac{Total\ Eligible\ Capital}{Total\ RWA} \times 100$$

CAR
= 6.83%
Therefore, Capital Adequacy Ratio (CAR) = 6.83%.

Comment: Required CAR is 12.5%, but the bank has only 6.83% CAR. Therefore, ABC Bank PLC failed to maintain the required capital adequacy ratio and has capital shortfall.

MetaMentor Center

কেস স্টাডি

কেস স্টাডি–১: মেসার্স স্কাইস্ক্র্যাপার লিমিটেডের ইচ্ছাকৃত খেলাপি (Willful Default) হওয়া। BPE-6th.

কেস পরিস্থিতি: মেসার্স স্কাইস্ক্র্যাপার লিমিটেড, একটি স্বনামধন্য রিয়েল এস্টেট কোম্পানি, ২০২০ সালে এবিসি ব্যাংক থেকে ৫০০ কোটি টাকার একটি মেয়াদী ঋণ (Term Loan) গ্রহণ করে। এই ঋণটি ঢাকার একটি বাণিজ্যিক রিয়েল এস্টেট প্রকল্প উন্নয়নের জন্য অনুমোদন করা হয়েছিল।

২০২৩ সালের মাঝামাঝি সময়ে, কোম্পানিটি ঋণ পরিশোধে খেলাপি হয়ে পড়ে। ব্যাংকের তদন্তে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো উঠে আসে:

- কোম্পানিটি ঋণের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ সম্পর্কহীন ব্যবসায়িক কার্যক্রমে সরিয়ে বা ভিন্ন খাতে ব্যবহার করেছে।
- পরিচালকরা (Directors) তাদের পরিবারের সদস্যদের মালিকানাধীন সহযোগী সংস্থাগুলিতে তহবিল তছরুপ (siphoned off) করেছেন।
- প্রকল্পের স্থানটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অনুন্নত অবস্থায় পড়ে ছিল এবং নির্মাণের দৃশ্যমান কোনো অগ্রগতি ছিল না।
- খেলাপি হওয়া সত্ত্বেও, কোম্পানির প্রবর্তকরা (Promoters) একটি বিলাসবহুল জীবনধারা বজায় রেখেছিলেন এবং বিদেশে উচ্চমূল্যের ব্যক্তিগত সম্পদ অর্জন করেছিলেন।

এই তদন্তের ভিত্তিতে, এবিসি ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশিকা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং মেসার্স স্কাইস্ক্র্যাপার লিমিটেডকে ইচ্ছাকৃত খেলাপি হিসেবে ঘোষণা করে।

Q-01. বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশিকা অনুযায়ী 'ইচ্ছাকৃত খেলাপি' (Willful Defaulter) এর সংজ্ঞা দিন।
Q-02. এই কেসটির (মামলার) ভিত্তিতে, এবিসি ব্যাংক কর্তৃক তাদের ইচ্ছাকৃত খেলাপি হিসেবে শ্রেণীবদ্ধকরণকে ন্যায্য প্রমাণ করার জন্য গৃহীত পদক্ষেপগুলো চিহ্নিত করুন এবং ব্যাখ্যা করুন।
Q-03. ইচ্ছাকৃত খেলাপি হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ হওয়া M/S Skyscraper Ltd.-এর ভবিষ্যৎ কার্যক্রমকে কীভাবে প্রভাবিত করে?
Q-04. M/S Skyscraper Ltd. -এর পরিচালকদের কি ব্যক্তিগতভাবে দায়ী (personally liable) করা উচিত? আপনার উত্তর কারণসহ justify (যুক্তিযুক্ত) করুন।

উত্তর

Q-01. ইচ্ছাকৃত খেলাপি (Willful Defaulter) এর সংজ্ঞা

ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি হলো এমন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যারা ঋণ পরিশোধের আর্থিক সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ইচ্ছাকৃতভাবে ঋণ পরিশোধ করে না। এর মধ্যে থাকতে পারে:

- চুক্তি অনুযায়ী ঋণের অর্থ অন্য কাজে ব্যবহার করা।
- ব্যাংকের সম্মতি ছাড়াই ঋণের অর্থ অন্য ব্যবসায় বা ব্যক্তির কাছে হস্তান্তর করা।
- বন্ধকি সম্পত্তি লুকানো বা বিক্রি করা।
- ব্যাংককে বিভ্রান্ত করার জন্য মিথ্যা নথি বা আর্থিক প্রতিবেদন প্রদান করা।

Q-02. বাংলাদেশে ঋণখেলাপি গোষ্ঠীর সহযোগী প্রতিষ্ঠানের নতুন ঋণ পাওয়ার যোগ্যতা সাধারণত সীমিত। নিয়মগুলো বিবেচনা করে:

- সহযোগী প্রতিষ্ঠানের আর্থিক নির্ভরশীলতা এবং ঋণখেলাপি প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ।
- সহযোগী প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরন।

MetaMentor Center

- সহযোগী প্রতিষ্ঠান ঋণখেলাপির সঙ্গে কোনো অবৈধ কার্যক্রমে জড়িত কিনা।

Q-03. অভ্যাসগত ঋণখেলাপিদের জন্য গুরুতর পরিণতি রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে:

- ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ।
- বন্ধকি সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত বা নিলামে বিক্রয়।
- ভবিষ্যতে ঋণের জন্য উচ্চ সুদের হার এবং কঠোর শর্তর সম্মুখিন হওয়া।
- ক্রেডিট ইতিহাসে নেতিবাচক প্রভাব, যা ভবিষ্যতে অর্থায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (CIB)-তে তালিকাভুক্তি, যা আর্থিক বিশ্বাসযোগ্যতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

Q-04. হ্যাঁ, মেসার্স স্কাইস্ক্র্যাপার লিমিটেডের পরিচালকদের ব্যক্তিগতভাবে দায়ী (personally liable) করা উচিত। এর কারণগুলো হলো:

- কারণ তারা সরাসরি ঋণের তহবিল ভিন্ন খাতে সরানো এবং তছরুপ (siphoning) করার কাজে অংশ নিয়েছিলেন।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশিকা অনুযায়ী, যখন পরিচালকদের নির্দেশনা বা জড়িত থাকার কারণে ঋণের অর্থের অপব্যবহার ঘটে, তখন পরিচালকরা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হন।
- তাদের আচরণ ইচ্ছাকৃত অসদাচরণ নির্দেশ করে, এটি কোনো ব্যবসায়িক জটিলতা বা অসুবিধা নয়।
- ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা ভবিষ্যতে এ ধরনের অপব্যবহার রোধ করে এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা উন্নীত করে।
- পরিচালকদের ঋণ গ্রহণ, পরিচালনা পর্ষদে থাকা এবং নিয়ন্ত্রক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের উপর বিধিনিষেধ আরোপ হতে পারে।
- প্রমাণ স্পষ্টভাবে দেখায় যে তারা তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন, যা ব্যক্তিগত জবাবদিহিতা নিশ্চিত করাকে সমর্থন করে।

End of Chapter

অর্ডার করতে ক্লিক করুন: www.metamentorcenter.com

WhatsApp: 01310-474402

MetaMentor Center